দেবেন্দ্র-গীতি-মালা ।

দেবেন্দ্র-গীতি-মালা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বিরচিত সঙ্গীত-সমূহের সমবেত।

বটগ্রাম

"দেবেন্দ্র-গীতি-মালা কুটীর" হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

শুভ ১লা বৈশাখ [১৩৩৯] বাসন্তী-মহাষ্টমী

 [মূল্য ১ ৲ টাকা]

শান্তিনিকেতন প্রেসে
রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
পোঃ শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

উৎসর্গ

[তৎসৎ]

বিচিত্র-বাণী-কাননে তুলি পুষ্প সযতনে

বিশ্ব-কণ্ঠ-বিলাস-কারণ—

গাঁথিয়া সারাটি বেলা এ "দেবেন্দ্র-গীতি-মালা"

"বিভুপদে" করিনু অর্পণ।

বটগ্রাম
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৩৯ সাল।

বিভুচরণাশ্রিত
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।



উপহার

শ্রী

করকমলে

আমার হৃদয়ের গভীর নিদর্শন-স্বরূপ এই 'দেবেন্দ্র-গীতি-মালা' পুস্তকখানি সাদরে সমর্পণ করিলাম।

তাং

শ্রী

সূচীপত্র

বিশেষ দ্রষ্টব্য

অনেক অনেক সুপ্রসিদ্ধ গায়ক এবং স্বনাম-খ্যাত ব্যক্তি, মৎপ্রতি স্নেহপ্রকাশ পূর্ব্বক, স্বেচ্ছাক্রমে, আমার অনেক অনেক গান প্রথম-রচনাতেই জনসাধারণে প্রচার করার পর, অনেক গানের অনেক শব্দ পরিবর্ত্তন করা হইল। সহৃদয় মহোদয়গণ, আমার ক্রুটী মার্জ্জনা করতঃ পুস্তক-দৃষ্টে গানগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।

অপিচ, ছাপার কার্য্য সুচারুরূপে পরিদর্শন—আমার পক্ষে বিশেষ অসুবিধাবশতঃ, পুস্তকখানি বিশুদ্ধভাবে ছাপা হইল না। ইহার অনেক স্থলে দোষ লক্ষিত হইতে পারে। যদিও ইহার নিমিত্ত শুদ্ধিপত্রের বিশেষ-কিছু প্রয়োজন হইত না, তথাপি, কয়েকটী বিকৃত-শব্দজনিত একখানি শুদ্ধিপত্র পুস্তকের শেষে প্রদত্ত হইল। আশা করি, সুধীগণ এতদ্বিষয়েও আমাকে ক্ষমা করিবেন।

বিনীত—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

দেবেন্দ্র-গীতি-মালা ।

গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলক-স্ত্রিনেত্রঃ,
সর্পৈর্ব্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসঃ,
ভাস্বত্রিশূলকর এষ নৃমুণ্ডধারী,
শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরবরাগরাজঃ ।

দেবেন্দ্র-গীতি-মালা।

—:০:—

সূচনা।

রাগ-ভৈরব—ঝাঁপতাল।

অনন্ত মহিমা তব, তুলিয়া অনন্ত তান,
ধরিয়া অনন্ত যুগ গাহিছে অনন্ত প্রাণ।
তথাপি কণিকা সম, বর্ণিতে নহেনি ক্ষম;
"তুমি,—জ্ঞান-বাক্যাতীত বিশ্ব-স্রষ্টা ভগবান!"
অনন্ত জগদাধারে, বিচিত্র অনন্তাকারে,
তোমার প্রভব যত রহিয়াছে বিদ্যমান;—
সে সৌন্দর্য্য-সুধাধারা, করিয়াছে আত্মহারা,
"কি আমি গাহিব বিভো—তোমার মহিমা-গান!"

ইমন-বেহাগ—ঝাঁপতাল।

বন্দে বিশ্বের গুরু, দেব গজানন!
পূর্ণব্রহ্ম, পরমেশ, পার্ব্বতীনন্দন!
খর্ব্বস্থূলকলেবর, চতুর্ভুজ, লম্বোদর,
সিন্দুরাভ-শোভাকর, ধরণী-রঞ্জন!
তুমি অগতির গতি, ত্রিনয়ন, গণপতি,
তরুণ-অরুণ-জ্যোতি, পতিত-পাবন;
পূজা-হোম-যোগ-যাগে, তোমার অর্চ্চনা আগে,
সর্ব্ব-সিদ্ধি-দাতা তুমি,—বিঘ্ন-বিনাশন;
অকৃতি অধমজনে, হেরম্ব! হের নয়নে,
রাতুল চরণে তব লয়েছি শরণ!

ইমন—আড়াঠেকা।

নমো নমো নারায়ণি! জননি! শ্রীবাগ্বাদিনি!
অবিদ্যা-নাশিনি! বাণি! বেদ-বিদ্যা-প্রদায়িনি
শ্বেতাঙ্গী, শুভ্রবসনা, সর্ব্ব-রত্ন-বিভূষণা;
শ্বেতপদ্ম-সমাসীনা, বীণা-পুস্তক-ধারিণী!

ভৈরবী—একতালা।

মরি কে কামিনী, মরালগামিনী, মরম-কাননে ভ্রমে একাকিনী।
এ হেম-প্রতিমা, কা'র প্রিয়তমা, রূপে অনুপমা বিশ্ব-বিনোদিনী॥
সাজি ফুলহারে মুখে মৃদু হাসে, যেন রাঙ্গা-মেঘে বিজলী বিকাসে;
হেরি সে মাধুরী,—নবভাবরাশে, ফুটিল হরষে মানস-নলিনী॥

কেদারা—তেতালা।

জয় পরমেশ্বর, সর্ব্বগুণাকর,
'জ্ঞান'-রূপী হর, স্মরহর শঙ্কর!
জয় হে যোগীবর, শুভ্রকলেবর,
শশাঙ্কশেখর, দেব দিগম্বর!
জয় বৃষভাসন, বিভূতিভূষণ;
কর সুশোভন ত্রিশূল ভীষণ;
পার্ব্বতী-রঞ্জন, ভব-ভয়-ভঞ্জন;
দেহি মে শ্রীচরণ শিব! শুভঙ্কর!

মিশ্র-পূরবী—কাওয়ালী।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া যত বন-উপবন,
যতনে করিব কত কুসুম-চয়ন।
আশা-নিরাশায় খালি,
মন-প্রাণ দিয়ে ঢালি,
গাঁথিব সারাটি বেলা মালাটি কেমন॥
ধরিয়া নশ্বর-করে সে সাধেরি ফুলহার,
সাদরে হরষ-লাজে দিব তারে উপহার;
সে কি রে ধরিবে গলে?
ভেসে যাব আঁখিজলে!
ছাড়িব না তাই ব'লে প্রাণেরি সাধন॥

ভূপালী—আড়াঠেকা।

নমো নমো নারায়ণ !
(সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কারণ !)—
নমস্তে কমলাকান্ত, কৃতান্তভয়বারণ !
নমো নীলকলেবর, বিশ্বপিতা, পীতাম্বর ;
নমস্তে পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম-সনাতন !
ত্রিলোক-পালক হরি, নমামি ত্রিগুণধারী,
কৃষ্ণ, কেশব, কংসারি, সুরেশ, স্মরমোহন ;
জয় দেব দামোদর, দিতিসুত-দর্পহর,
দুস্তর ভব-সাগর—নিস্তার দীনতারণ !

কাফিসিন্ধু—কাওয়ালী।

গাওরে সঘনে সবে গাও !—গাও ! গাও !
সুললিত সঙ্গীতে জগত জাগাও !
সপ্ত স্বর সঙ্গে আলাপি তিন গ্রাম,
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী শুনি নাম,
গমক, মূর্চ্ছনা, তান, তাহাতে যোগাও !
সা গা রে গা রে সা, নি সা নি সা রে সা,
সা গা রে মা গা পা মা ধা পা নি ধা সা নি সা রে সা,
মা পা পা পা নি নি ; না দের্ তোম্ দের্ তা দের্ দানি ;
ধা কেকেতাক্ তেরেকেটেতাক্ গদ্দিঘেনে,
ত্রাণ্—ধা ধা কেটেতাক্ দানি ;
সু-তরঙ্গে চতুরং রঙ্গে লাগাও !

হিণ্ডোল—একতালা।

প্রণমি শ্রীপদে, সর্ব্বশুভপ্রদে,
জগদম্বে, শিবে, বিপদনাশিনি !
দে মা পদছায়া, ওগো মহামায়া,
হও মা সদয়া সৌভাগ্য-দায়িনি !
ওমা আদ্যাশক্তি, সংসার-প্রসূতি,
অকৃতি সন্তানে দাও মা সুমতি ;
তব শক্তি বিনে কি সাধ্য মা সতি,
সাধিতে স্ব-সাধ্য ;—'সর্ব্বার্থ-সাধিনী !'

বারোঁয়া—দাদ্‌রা।

ফুটেছে নানাজাতি ফুল।
জাতী, যূথী, শেফালিকে, মল্লিকে, বকুল,
চামেলি, চাঁপা, গোলাপ, জবা,—
—শোভা কি অতুল ॥
ছড়ায়ে হাসি কুসুমরাশি এ ওর পানে চায়,
হাওয়ার তালে হেলে দুলে কতই কি খেলায়,
সোহাগে সৌরভ বিলায়,
সৌরভে প্রাণ-মন ভোলায় ;
মধু-লোভে গুন্‌গুন্‌ রবে উড়ে আসে অলিকুল ॥

সুরট-মল্লার—ঠুংরী।

জয় বৃন্দাবন-বিপিনবিহারী,
ব্রজেন্দ্রনন্দন, বনমালাধারী!
কালীয়-দমন, ব্রহ্মণ্য, বামন,
শ্রীরাধারমণ, মুনি-মন-চারী!
শ্যামসুন্দর, শ্রীধর, বংশীধর,
অনাথ-বান্ধব, মাধব, মুরহর,
রমেশ, রাঘব, কৈটভঘাতন,
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত, সত্য-সনাতন,
মানস-রঞ্জিনী মানিনী গোপিনী-
প্রাণেশ,—প্রেম-ভিখারী;
এ অতি অভাজনে, কৃপাবলম্বনে,
বিতর শ্রীপদ—বিপদহারী!

শঙ্করা—খেমটা।

ভালবাসা, ভালবাসা, ভালবাসা, ভালবাসা!
যে জেনেছে,—বুঝেছে সে, কি মধুর কাঁদা-হাসা
সে যদি না ভালবাসে, সে যদি না চায়,
সে যদিরে করে ঘৃণা, সে যদি কাঁদায়;
চেয়েছ একান্ত যারে, ভালবাস তায়,
এবারে নয় ফিরেবারে পাব ব'লে রাখ আশা!

কাফিসিন্ধু—কাওয়ালী।

তোমা বিনে কে আছে মা আর? (ওমা তারা!)
তারিতে অকুল বারি ভব-পারাবার ॥
দিনান্তে যেই জন 'তারা' ব'লে তোরে ডাকে,
কি জীবনে কি মরণে তার কি মা ভয় থাকে;
তুমি ভব-ভয়-হরা, ভবানী, ভবের দারা,
নিখিল-মূলাধারা, অখিলের সার ॥
কত দিনে এ দীনের সে দিন আসিবে হায়,
অবিরাম তারা-নাম জপিব মা রসনায়;
দিনে দিনে দিন গত, নিকটে শমনাগত,
দেবেন্দ্র শরণাগত চরণে তোমার ॥

কমিক।

বিভাষ—একতালা।

আমি গাইতে জানিতো গান।
কেবল একটুখানি ঐ কি জানেন?—বুঝিনা তাল-মান
বেশী কি আর ব'ল্‌বো আমি,
তান সেধেছি দামী দামী;
তবে, গলার কায়দা শুনে অম্নি ঢাকুতে হবে কান ॥
অতএব, বলি—সবিনয়ে,
মাফ্‌ কর্ব্বেন এ বিষয়ে;
নয় তো বলুন যাই পালিয়ে ছাড়িয়ে এ স্থান ॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

হরি হরি হরি ব'লে ডাকরে অবোধ মন।
হরিনামে পরিণামে ঘুচিবে ভব-বন্ধন ॥
নিদান-বান্ধব হরি, হরি ভবাব্ধি-কাণ্ডারী,
গতি-মুক্তি সে মুরারি, জেনে রেখো সর্ব্বক্ষণ ॥
এসে অনিত্য সংসারে, ভজ হরি সারাৎসারে;
পাবি শান্তি চির-তরে, লভি শ্রীহরি-চরণ ॥

জংলা—দাদ্‌রা।

আমার মন নিয়ে সই হ'ল একি দায়।
কিছুতে সে রয়না বশে,
কে জানে কখন কি চায় ॥
কভু ফুলের সনে হেলে দুলে
গেলে মলয়-বায়,
কভু নীলাম্বরে চাঁদের কিরণ
করে ধ'র্‌তে চায়,
কভু আপ্নি হাসে, আপ্নি কাঁদে,
আপ্নি নাচে গায়,
আবার, আপন হারা হ'য়ে যেন
কার ভাবেতে মিশে যায় ॥

হাম্বির-মিশ্র—কাওয়ালী।

সে কালরূপে কেন মন মজিল।
নয়ন ভুলিল, পরাণ দুলিল,
অমিয় প্রেম-গীতি মরমে জাগিল ॥
সকাল বেলাতে, রাখাল-মাঝেতে,
হেরিনু বেণু করে ধেনু-সনে যেতে;
কুসুম-নিরমিত, তনু সুললিত,
নিরখিতে চিত কুল পাসরিল ॥

খাম্বাজ—যৎ।

আঁখিতে মিলিতে আঁখি, প্রাণে প্রাণে বিনিময়,
কি মোহ-মদির-ঘোরে হ'য়ে গেছে সে সময় ॥
সে নিমেষে কত কথা, নীরবে মরম-ব্যথা,
ক'য়েছি দুজনে তথা, সে যে কত সুখময় ॥

বারোঁয়া—দাদ্‌রা।

আমি তারে ভালবেসেছি।
প্রতিদান পাব ব'লে আশা কি আর রেখেছি ॥
কে জানে কি মোহের ঘোরে,
কি চোখে দেখেছি তারে,
মন প্রাণ তায় জন্মের তরে যত্ন ক'রে সঁপেছি ॥

পিলু—পোস্তা।

একবার তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে নেচে আয় মা কালি,
ব্রজে যেমন নেচে ছিলি হ'য়ে বনমালী ॥
ললিতত্রিভঙ্গঠামে, রাইকিশোরী ল'য়ে বামে,
বাজায়ে শ্রীরাধা-নামে মোহন-মুরলী,—
ললিতাদি-সখী-সঙ্গে, নেচে আয় প্রেম-তরঙ্গে,
হেরে আমরা মনোরঙ্গে দিই মা করতালী ॥

সিন্ধু-মিশ্র—খেম্‌টা।

এসনা দেখ্‌বে যদি ফুলের বুকে অলির খেলা।
কোথায় আর দেখ্‌তে পাবি এমন মধুর প্রেমের মেলা ॥
প্রাণে প্রাণে মিশে যে রে, চুমোচুমি সোহাগভরে ;
কি কথা ও গুন্‌গুন্‌ স্বরে, শোন্‌ না কত সুধা-ঢালা ॥
এমনি ক'রে হৃদয়-ধনে, হৃদে নে খেলিস্‌ যতনে,
তবেই তো সুখের তুফানে ভাস্‌বি সারা জীবনবেলা ॥

শ্যাম—যৎ।

কেন মন চায় তারে কে জানে।
মোহন-মুরতি তারি বুঝি গো মজালে প্রাণে ॥
হেরিলে সে রূপরাশি,
প্রেমনিধি-নীরে ভাসি,
মনে করি দিবানিশি হৃদয়ে রাখি যতনে ॥

ঝিঁঝিট-মিশ্র—দাদ্‌রা।

কালো মেঘ নেমেছে কদম্বতলে।
যাস্‌নে লো সজনি এখন যমুনার জলে॥
ঐ মেঘে সই বর্ষে যদি জল,
এ কূল ও কূল দু'কূল ডুবে যাবে রসাতল,
কেমন ক'রে আস্‌বি ফিরে বল্‌,
ওলো, দেখ্‌বি শেষে কূল হারায়ে ভাস্‌বি অকূলে॥

কমিক।

আহা কিবা মানিয়েছে রে।
যেমন, পোলাও সঙ্গে ঝিঙ্গে-পোস্ত,—বড়ি তাতে গণ্ডাদশ;
(অগ্নিমন্দা হ'লে)
আবার, বাবার সঙ্গে দাবা খেলা, দাদার সঙ্গে রঙ্গরস।
(বাহবা রে বাহবা)
যেমন, বাঁশীর গানে ঢাকের বাদ্য, স্বামীর মুখে স্ত্রীয়ের যশ;
(ভবে ধন্য হ'তে)
আবার, সাদা-গায়ে মরি মরি কাদা মেখে রঙ্গরস।
(বাহবা রে বাহবা)
যেমন, পাকা-চুলে বাঁকা-সিঁতে,—দিনে রেতে লাগায় কস্‌;
(শোভার বালাই যাইরে)
আবার, শ্যামের বামে কুব্জারাণী, হরিনামে রঙ্গরস।
(বাহবা রে বাহবা)

গোউর-সঙ্গীত।

(মাদল-বাদ্যে নাম-সঙ্কীর্ত্তন)

ও কে গো নদীয়াতে জাহ্নবী-কূলে,
হরি ব'লে নাচে দুটী বাহু তুলে।
চন্দনে মণ্ডিত হেম-কলেবর,
কোটী চন্দ্র জিনি বদন সুন্দর ;
সুধাতে গঠিত নধর অধর,—
চপলা চমকে চাঁচর-চুলে ॥
রসনাতে ভাষে "হরি হরি,"
দু'নয়নে ঝরে প্রেম-বারি,
গলে বনমালা আহা মরি,—
বক্ষে করে খেলা হেলে দুলে ॥
আপাদ-লম্বিত পট্টবাসে,
প্রভাত-প্রভাকর-কর বিকাশে ;
রূপের কিরণে ভুবন হাসে,—
নিরখি মদন-মন ভুলে ॥
রাঙ্গা চরণে কিবা সোনার নূপুর,
রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু বাজে মধুর ;
ত্রিদিব-সম্পদ করি সুদূর,—
দেবেন্দ্র স্থান মাগে ও পদ-মূলে ॥

ললিত—আদ্ধা।

কবেরে শারদ-শশী উদিবে নীল-গগনে।
শারদাশশী আমারি আসিবে গিরিভবনে॥
আশ্বিনে সে কন্যা-কালে, শুভ সপ্তমী-সকালে,
পাইব সুভাগ্য-ফলে প্রাণ-কন্যা উমাধনে॥
সেদিন কবে বা হবে, দুঃখরাশি দূরে যাবে,
গৌরীর সুধাংশু-মুখে "মা" কথা শুনি শ্রবণে;
কন্যারে লইয়া কোলে, ধন্যা হব ধরাতলে,
ক্ষীর-সর করে তুলে দিব সে চাঁদ-বদনে॥

বিভাষ-মিশ্র—একতালা।

মরমের কথা, চিরদিন মম,
মরমেই গাঁথা রহিল।
বলি বলি বলি, হৃদয়ে কেবলি,
কি যেন তরাস বহিল॥
অবশ প্রাণ যে ভেবে নেছে সার,
সে হবে আমার, আমি হব তার;
জেনে শুনে এ যে করে ব্যবহার,
আমি ব'লে তাই সহিল॥

কাফিসিন্ধু—মধ্যমান।

কে কামিনী সমরে শব'পরে শোভা করে,
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে, দনুজ-কুল সংহারে।
মুক্তকেশী, করে অসি,
নবীনা বামা ষোড়শী,
অট্টহাসি বিমল অধরে,
টল-মল ধরাতল সুবিশাল-পদ-ভরে॥

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা।

যেচে প্রাণ দিস্‌নে তারে, আপ্নি ফাঁসি নিস্‌নে গলে।
সেধে সেধে জন্ম যাবে, ভাস্‌বি কেবল নয়ন-জলে॥
হ'স্‌নে সই আপন-হারা, ক'রে দেবে জ্যান্তে মরা;
যে তোরে দিবে না ধরা, ধ'রে শুধু রাখ্‌বে ছলে॥

মিশ্র-ইমন—খেম্‌টা।

সে যে আমার মনের মতন, তাই ত তারে সঁপেছি মন।
সারাটি বিশ্বমাঝে—দেখ্‌তে যে আর পাইনি তেমন॥
যে যা' বলে বলুক্ আমায়, লোকের কথায় কি আসে যায়,
ভেবেছি আমিরে তায় প্রাণের অধিক অমূল্য-ধন॥
যদি সে না ভালবাসে, না যদিরে কাছে আসে,
তারি ধ্যানে থাকবো মিশে, যদ্দিন দেহে রবে জীবন॥

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

শ্যামের বাঁশি বেজেছে।
বাঁশরীতে 'রাধা রাধা' ব'লে ডেকেছে॥
যাই যাই ত্বরা করি, যেখানে সে বংশীধারী,
আর কি ঘরে রইতে পারি,—প্রাণ টেনেছে,
ব'লে আসি—'তোমার বাঁশী আমার সব হ'রেছে,
হৃদি, মন, প্রাণ, সব কেড়েছে॥'

মিশ্র—কাওয়ালী।

হাসিতে হাসিতে, এ মধুর নিশিতে,
এসেছি প্রাণবঁধু তুষিতে তোমায়।
যা' কিছু আমার ব'লে, আছে এই ধরাতলে,
তোমারে বিলায়ে দিতে এনেছি হেথায়॥
এস সখা ধর মম হৃদয়-প্রাণ-মন,
যতনে তোমার করে করিতেছি বিতরণ;
কি জীবনে কি মরণে, স্বপনে কি জাগরণে,
তব অনুগামী হ'য়ে রহিবে সহায়॥
ধর বঁধু মধুময় যৌবন-ফুলহার,
দিতেছি তোমার গলে আজি প্রেম-উপহার;
প্রেম-পিয়াসে যবে, পরাণে আকুল হবে,
বিতরি বিমল-সুধা নাশিবে তৃষায়॥

সাহানা—কাওয়ালী।

প্রণমি জনমভূমি জননী আমার।
পুণ্যপ্রমোদিনী, নিখিলবন্দিনী,
আর্য্য-প্রসবিনী, অবনীর সার॥
তেত্রিংশৎ-কোটি দেবতা ভক্তিধারে,
নিত্য পূজিত যথা বিবিধ উপহারে;
ব্রহ্মমুখোদ্ভূত, বেদ-মন্ত্র যত,
ব্যোম প্রকম্পিত করে অনিবার॥
ক্ষেত্র প্রপূরিত শস্য সুশ্যামল,
ফল-ফুল-শোভিত তরু-লতা সকল;
অলিদল-গুঞ্জিত-শতদল-রঞ্জিত-
বাপী অগণিত, সুধা-জলাধার॥
কুঞ্জে কুঞ্জে কিবা বিহঙ্গ কূজিত,
পতিব্রতা-সতী প্রতি-গৃহ পূর্ণিত;
হেম-মরকত-রত্ন-খনি কত,
গর্ভে সুরক্ষিত উজ্জল-আকার॥
নিয়ত প্রবাহিত পুষ্প-পরিমল,
ত্রিদিব-নিবাসী-দেব-লীলাস্থল;
কাশী-নীলাচল-গঙ্গা-তীর্থ-ফল,
লভে দুষ্কৃতি-কুল মুক্তি নির্দ্ধার॥
অসংখ্য গিরি-নদী-বন-উপবন—
সুরম্য-নগর বক্ষ সুশোভন;
তপন-তারা-শশী, নীল-নভসে হাসি,
বিতরে আলোরাশি দিবস-নিশার॥

বিশ্বমাঝে মা তুমি পূর্ণশান্তিধাম,
'স্বর্গাদপি গরীয়সী' তাই তব নাম ;
আকাঙ্ক্ষিত অতি, দেবেন্দ্র দুর্মতি,
স্থান যেন পায় চির চরণে তোমার ॥

কমিক।

পাহাড়ী—দাদ্‌রা।

কে তুমি কদমতলে রসিকনাগর বংশীধারী।
রংটি দেখে ঢংটি ক'রে কোকিলেও কি দেয় টিট্‌কারী ॥
শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ-বাঁকা,
বিধির সৃষ্টি গড়ন পাকা,
গুণে নিয়ে লক্ষ টাকা কার সাধ্য এ সোজা করি ॥
চাঁচর-চুল যে ফুলে ফুলে,
চৌদিকে প'ড়েছে ঝুলে,
খোঁপাখানি বেঁধে দিলে, খুলে যেত বাহার ভারি ॥
ময়ূর-পাখা কুড়ায়ে তা'র,—
চূড়াটি ক'রেছ মাথার ;
লেখা তাহে নামটী রাধার, সাধু তো তোমার বলিহারী
ঘূর্ণিপাক জলের মতন,
ঘুরছে দু'বাঁকা নয়ন ;
তুমি একটী 'দুর্লভ-রতন' ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারি ॥

সুরট-মিশ্র—একতালা।

জেনেছি এবার, তোমা বিনে আর,
কেহ যে আমার নাই গো।
জীবনে মরণে, তোমার চরণে,
শরণ লইনু তাই গো ॥
এ ভব-ভবন করিয়া ভ্রমণ,
পাইনি কাহারে মনের মতন ;
তোমারে কেবল বলিতে আপন,
মনের মাঝারে পাই গো ॥
যাদের লাগিয়া প্রমোদে জাগিয়া
সারাটি দিবস থাকি,
বিভাবরী হ'লে তা'রা যায় চ'লে
সলিলে ভাসায়ে আঁখি ;
সে-সময় রও তুমি তো কেবল,
মুছাতে আদরে নয়নের জল ;
নিরখিয়ে তব শ্রীমুখকমল,
শোক-তাপ ভুলে যাই গো ॥

হাম্বির—ষৎ।

যে যাতনা মনে মনে সই, বল কারে কই।
বিষম বিরহ-শরে মরমেতে ম'রে রই ॥
আপনা সঁপেছি যারে, ফিরে কি পাব তাহারে ;
ভুলেছে যে সে আমারে, আমি কেঁদে সারা হই ॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

সে দিনে এ দীনে শ্যামা ঠেলনা মা পায়।
ভব-লীলা সাঙ্গ করি' যে দিনে ত্যজিব কায়॥
যে-কালে কাল-কিঙ্করে, বাঁধিতে আসিবে করে,
সে-সময়ে অভাগারে রেখো গো শমন-দায়॥
ঘেরবে যবে মহাঘুমে, সে দিনে দেখো গো উমে,
অধম-তারিণী নামে, কলঙ্ক রটেনা তায়;—
দেখো মা থেকনা ভুলে, তুমি যেন নিয়ো কোলে,
যবে আত্মীয়-সকলে দিবে গো চির-বিদায়॥

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

মনের মত মানুষ পেলে যেচে বিলাই প্রাণ,
যেচে বিলাই প্রাণ, যেচে বিলাই প্রাণ।
রই সদা তার যত্ন নিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে কুল-মান॥
মিলে যদি ব্যথার ব্যথী, করি তারে প্রাণের সাথী,
প্রাণে প্রাণে প্রেম-গানে মিশে থাকি দিবারাতি,
সেই চরণে হ'য়ে দাসী এ জীবন করি অবসান॥

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালী।

আসি ব'লে সারা নিশি জাগালে আমায়।
না যদি আসিবে তবে কি ভাবে এত ভাবায়॥
আসিছে আসিছে করি, পোহাল ঐ বিভাবরী,
তবু দেখা নাহি তারি বলিহারী সে জনায়॥

মল্লার—কাওয়ালী।

বরিষার মেঘগুলি, করি কত কোলাকুলি,
লুকাইল একে একে গগন-তলে।
নির্ম্মল নভোমণ্ডল, শ্যামল ধরণীতল,
বিভূষিতা বসুন্ধরা বিটপী-দলে॥
ক্রমশ শারদ-শশী, আকাশে প্রকাশে হাসি,
বিকশিতা সরোজিনী সরসী-জলে;
দেবেন্দ্র-প্রিয়-সম্পদ—পূজিতে অম্বিকাপদ;
জাগিল মানব-প্রাণ নূতন-বলে॥

কানাড়া-মিশ্র—একতালা।

বোঝনি অধীরে, অধিনী-কুটীরে,
পথ ভুলে সখা এসেছ!
এ নহে গো তার, প্রমোদ-আগার,
এবে যারে ভালবেসেছ॥
দেখা হ'ল যদি, শুনি গো সেখানে,
চলিছে আলাপ কি নূতন তানে,
নয়নে বয়ানে, হৃদি-মন-প্রাণে,
দুটিতে কেমন মিশেছ॥
শুনে সুখী আমি, বল প্রাণধন,
সে কেমন করে তোমারি যতন;
বল প্রিয়তম, সেখানে এখন,
কত সুখস্রোতে ভেসেছ॥

ভীমপলশ্রী—খেম্‌টা।

যমুনাতে যাস্‌ তোরা সব চাস্‌নে লো কেউ শ্যামের পানে।
দেখ্‌লে যে তা'র নয়ন দুটী, চমক লেগে যাবে প্রাণে॥
চাঁদ-পানা তার মুখের সাজে, মধুর হাসি সদাই রাজে;
মন ব'স্‌বেনা কোনো কাজে, সে অধরের সুধার টানে॥
প্রকাশ ক'রে বলি স'বি, আর কি তোরা কুলে র'বি,
মনে হ'লে সে প্রেম-ছবি, তান ছেড়ে দে মাত্‌বি গানে॥

কমিক।

সে মন কেন এমন হ'ল তোমারি?—সুন্দরি!
কেন বিমনে রয়েছ বসি, বলনা প্রকাশ করি॥
বল কে কি ব'লেছে, ও কে মন্দ ক'রেছে,
কার বা এমন মাথার উপর মাথা হ'য়েছে,
আমি জান্তে যদি পারি তবে রাখ্‌বনা বাকি তারি॥
প্রিয়ে তোমা বিনে আর, বল কে আছে আমার,
দেখ্‌লে তোমার মলিন বদন হেরি সব আঁধার,
আমি তোমার কথায় ভাই বাপ মা'য় এখনি ছাড়্‌তে পারি॥
আজি বলনা কি চাই, আমি যেখানেতে পাই,
অবিলম্বে হাজির ক'রে দিব তোমার ঠাঁই,
আমি তোমার তরে এ সংসারে হ'য়ে আছি সংসারী॥
কিসে ভাঙ্‌বে তোমার মান, ওগো বল তার বিধান,
এ ভাব তোমার দেখে আমার দেহে রয়না প্রাণ;
প্রিয়ে একবার হেসে কও না কথা, তোমার দুটী পায় ধরি॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

হরি বল্ হরি বল্ হরি বল্ হরি বল্।
সময় থাকিতে সবে পথের কর সম্বল॥
নিদান-বান্ধব হরি, হরি দুর্ব্বলের বল,
হরিনামৌষধে নাশে ভব-যন্ত্রণা প্রবল॥
কিসে নিবারিবি বল্, ভীষণ কাল-কবল্,
হরিনাম-সুধা-পানে আপনে কর সবল॥
দুস্তর ভব-জলধি তরাতে আছে কে বল্,
কলিতে তারক-ব্রহ্ম 'হরের্নামৈব' কেবল॥

বারোঁয়া—দাদ্‌রা।

সে কেন আমারে কাঁদায়।
কথায় কথায় ছুতা ক'রে বিরহ বাধায়॥
আমি তারে ভালবাসি,
তারি চির-অভিলাষী;
নির্দ্দয়ে তাই নিতি নিতি এতই কি সাধায়॥

খাম্বাজ—যৎ।

ভালবেসে অবশেষে অশেষ যাতনা দিলে,
মন প্রাণ নিয়ে মোরে চিরতরে পাসরিলে।
তুমি যে নিঠুর এত, আগে বল কে জানিত,
হ'তে হ'ল প্রবঞ্চিত তোমার ছলনে ভুলে॥

পিলু-মিশ্র—দাদ্‌রা।

বেলা হ'ল ভাই, চলরে কানাই,
যাই গো-চারণে।
বিপিন-মাঝে, রাখাল-সাজে,
সাজাবো তোরে অতি যতনে ॥
গাঁথি মালা কত বন-ফুলে,
পরাব রে তোর কালো গলে ;
আয় ত্বরা করি বংশীধারী,
এখনো কেন মায়ের কোলে ;
না শুনে তোর মোহন-মুরলী,
ধবলীর পাল যায়না বনে ॥

ভৈরবী—খেম্‌টা।

আয়রে পাখী লেজ্‌ঝোলা,
তোকে দোব দুধ-ছোলা,
খাবি দাবি কল্‌কলাবি, খোকন্‌ নিয়ে ক'র্‌বি খেলা।
রাখবো তোরে বুকে বুকে,
চুম দোব তোর রাঙ্গামুখে,
থাক্‌বি কত মনের সুখে, ভুলে যাবি সব জ্বালা ॥
পরাব তোরে সোনার রাশি,
দেখায়ে আন্‌বো গয়া-কাশি,
কিনে দোব মোহন-বাঁশী গান শুনাবি দু'বেলা ॥

সাহানা—দাদ্‌রা।

বাজিয়ে বাঁশী কালশশী মজিয়ে দিলে মন।
কেমন, মিষ্টি ক'রে তানটি ধ'রে ঘটায় অঘটন ॥
দোপর-বেলায় বাজে বাঁশী, আমি তখন রাস্তে বসি,
তরকারীতে নুন দিয়ে দি তিনটিবার তেমন ॥
খাবার সময় একি জ্বালা, বাজায় বাঁশী চিকণকালা,
মুখের গাস্‌টি হয় না গেলা ভুলে যাই এমন ॥
বিকেল-বেলায় থাকি কাজে, বাজ্‌লো বাঁশী বনের মাঝে,
সকল কাজটি রেখে আগে জল-আনা তখন ॥
এমনটি তো ছিলাম না হায়, কালা যে কি ক'র্‌লে আমায়,
ভাবি আবার পর হ'য়ে যায় ঘরের সে রতন ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

সুন্দর প্রাণে, সুন্দর তানে,
সুন্দর গানখানি গেয়ে গেছে সে।
সুন্দর সাজে, সুন্দর লাজে,
সুন্দর আঁখি মেলে চেয়ে গেছে সে ॥
সুন্দর বয়ানে, সুন্দর হাসি,
সুন্দর ব'লেছে "ভালবাসি";
সুন্দর শোভাতে, সুন্দর প্রভাতে,
সুন্দর 'মরম ছেয়ে গেছে সে' ॥

ভীমপলশ্রী—খেম্‌টা।

ফেলা ফেলা ফেলারে বেটি, হাথেকে তোর খাঁড়াখানা।
ও-খানাকে রাখ্‌লে হাতে, ছাড়্‌বিনা তুই দিতে হানা॥
গেছিস্‌ লাজের মাথা খেয়ে, বসন পর ওগো মেয়ে,
আর কত কাল ন্যাংটা হ'য়ে নাচ্‌বি শ্যামা ত্রিনয়না॥
সন্তানের রক্ত খেতে, বড্ড যে পড়েছিস্‌ মেতে,
মুণ্ডগুলো গলায় নিতে কিছু ত তোর বুক টলেনা॥
মর্দ্দানিটা দিয়ে জুড়ে, হুঁস্‌-চেতন সব গেছে উড়ে,
পদতলে ভোলা প'ড়ে সেটাও বুঝি নাইকো জানা॥

কমিক।

যদি পরাণে না জাগে নগদ কিছুর কথা,
শুধু হাতে বঁধু হেথা এসনা।
সর্ব্বস্ব দিয়ে যদি দুঃখ পাও সখা,
পায়ে ধরি আর ভালবেস না॥
একলাটি কাটাবো সারাটি দিন আমি
হারমোনিয়মে গান গাহিয়ে,
সারা রজনী যাবে বিলাতী-সুধা-ঘোরে,
দুয়ারে সজোরে খিল্‌টি লাগিয়ে;
যাহা চাহ সখা দিব ফিরায়ে, তবে—
স্মৃতিটুকু ছাড়া কিছু চেও না॥

গোষ্ঠ-লীলা।

(মাদল-বাদ্যে আপরাহ্ণিক নগর-সঙ্কীর্ত্তন)

সূর্য্যি মামা ডুবু ডুবু চেয়ে দেখ ভাই,
এই বেলা ধেনু ল'য়ে চল ঘরে যাই।

খেলা ছেড়ে একবার ও ভাই কানু,
বাজা রে তেম্‌নি তোর মোহন বেণু,
ঐ রব শুনে বনে যত ধেনু,
অম্নি, 'হাম্বা' রবে এসে মিল্‌বে সবাই।
(আপন বৎস সঙ্গে) (কত রঙ্গে ভঙ্গে)

আগে আগে যাবে গোধনের পাল,
পিছে পাঁচনী হাতে যাব সব রাখাল,
হৈ হৈ শব্দে উঠ্‌বে তরঙ্গ বিশাল,
আমরা, মাঝে লব প্রাণের কানাই বলাই।
(ওরা সিঙ্গা বেণু বাজাবে) ("ভোঁ ভাঁ ভাঁ, রাধা রাধা")

গোধূলি-ধূসর-কলেবরে,
নেচে নেচে আমরা যাব ঘরে ;
পথে আছে বড় আশা ক'রে,
দ্বিজ, দেবেন্দ্র দাঁড়ায়ে দেখ্‌বে রে তাই।
(কত মনের আনন্দে) (হরির গোষ্ঠ-লীলা)

বেহাগ—আড়াঠেকা।

শিব! অশিব-হারী!
শুভ্র-সৌম্য-কলেবর, ত্রিশূল-ধারী!
ভস্ম ভূষা, দিগম্বর,
বিষাণবাদনপর,
ঈশান, পরমেশ্বর, শ্মশান চারী!

সিন্ধু-মিশ্র—দাদ্‌রা।

কে তুমি বাজালে বাঁশী, ওগো রসের কালোসোনা।
তোমার বাঁশী শুনে বনে ছুটে আস্‌তে পথ পাই না।
বাঁশী নয় ওটা কেবল, যুবতী-ধরা-কৌশল,
পেতেছ এ ভালো ছল মজাতে গো ব্রজাঙ্গনা॥

হাম্বির-মিশ্র—ঢিমেতেতালা।

কত আশে আছি ব’সে তুমি-সে আসিবে ব’লে।
এসেছ গো—দুটো কথা না শুনে যেওনা চ’লে॥
যতনে তোমারে রাখি’ হৃদয়-কমলাসনে,
প্রীতি-পুষ্প-উপহারে পূজিতে বাসনা মনে;
এত আশা প্রাণসখা যাবে কি চরণে দ’লে?

ভীমপলশ্রী—একতালা।

আর কবে হায়, আনিতে উমায়,
যাবে গিরি শিব-সদনে।
বিচলিত মতি, হ'য়েছি সম্প্রতি,
সতীরে না হেরি' নয়নে ॥
কবে সে বিজয়া-দশমী-বাসরে,
স'পেছ কুমারী মহেশের করে ;
না জানি সে উমা, প্রাণের প্রতিমা,
আছে কত মনোবেদনে ॥
দিনে দিনে গত হ'ল সম্বৎসর,
আর যে সান্ত্বনা মানে না অন্তর ;
হইয়ে উদ্যোগী, শঙ্কর-সোহাগী,
ত্বরা ল'য়ে এস ভবনে ॥

মিশ্র-ইমন—দাদ্‌রা।

আস্‌বো ব'লে আশা দিয়ে কেন এলনা—কেন এলনা
সে নইলে রইতে নারি সে কি জানে না,
জেনে শুনে কোমল-প্রাণে দেয় গো বেদনা ॥
আমার মন যেমন, তার ত নয় তেমন,
মনে মন মিশ্‌লে কি আর হয় কখন এমন ;
সে যে ভুলে রৈতে পারে, আমি পারি না,
প্রাণ যে মানে না—মন যে বোঝে না ॥

ইমন-কল্যাণ—ঠুংরী।

গোপনে তারে আপন ভেবে, মন প্রাণ সঁপেছি।
'নবীন-বিনোদ-ছবি' দেখে মজেছি ॥
সখিরে! কে না তারে চায়,
হেরিলে সে কায়, আঁখি কার না জুড়ায়;
যে নিধি বাসব-বিধি সাধিয়ে না পায়,
ভোলানাথ যার নাম পঞ্চ মুখে গা'য়,
জাহ্নবী উদ্ভবে যার পায়,
সে কালায় সহজে কে পায়;
সাধে কি তাহারি তরে গোকুলে কুল ত্যজেছি ॥

কমিক।

ঝিঝিট—পোস্তা।

দাঁত যে প'ড়ে গেল শ্যামা,
কি সুখে আর আন্‌বো তোরে।
এমা, সিদ্ধ একটু কম হ'লে আর
চিবানো যায়না মেড়ের জোরে ॥
জল দিয়ে দিই যদি গিলে,
পেট খুঁচে ওঠে মা ঠিলে;
এমা, প্রসাদে তৃপ্তি না পেলে,
ভক্তি আসে কেমন ক'রে ॥

খট্‌-মিশ্র—ঝাঁপতাল।

কালী কলুষহারিণী, কালভয়নিবারিণী;
মহেশ-হৃদি-বিহারিণী মা' ত্বং ত্রিলোক-তারিণী!
কৈবল্যদায়িনী, কুল-কল্যাণী, কপালিনী,
লোলরসনা, কমলাসনা, বামা, বিপদবারিণী,
ক্ষমা-রূপা, ক্ষেমঙ্করী, খরখড়্গধারিণী,
ভক্তমাতা, মুক্তকেশী, রক্তবীজবিনাশিনী!
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী, নরমুণ্ডমালিনী,
শ্মশানবাসিনী শ্যামা, শরণাগত-পালিনী;
শমন সমাগত দেখি' ডাকি গো তোরে সর্ব্বাণী,
রক্ষ দাসে দক্ষসুতে! বিরূপাক্ষবিলাসিনী!
তপনসুত-তাপে তনু কাঁপে অসিতবরণী,
ত্রাসিত জনে কৃপা-নয়নে হের গো হরঘরণী,
ভীষণ ভব-নীরধি-নীরে দেহি চরণ-তরণী,
ত্রাহি দীন দেবেন্দ্রনাথে সদানন্দসোহাগিনী!

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালী।

মানভরে আমি তারে দিয়েছি বিদায়।
না জানি সে অভিমানে অশ্রুটি মুছে কোথায়॥
সজাগে স্বপনে ধ্যানে, আমা ছাড়া সে কি জানে,
ছি ছি আমি অকারণে সে জনে ঠেলেছি পায়॥
যাই ছুটে কাছে তারি, সাধিগে চরণে ধরি,
সে বিনে প্রাণ আমারি অন্য কিছু নাহি চায়॥

পিলু—দাদ্‌রা।

মিটে গেল রান্না-খাওয়া, ঘরের যা' কাজ সেরে নিয়ে,
কখন্ এবার বাজ্‌বে বাঁশী, থাকি বসে কান বাজিয়ে॥
ডাকবে বাঁশী 'রাধা রাধা', মান্‌বোনা আর কোনো বাধা,
কলসী কাঁকে ছুট্‌বো সোজা, বাসি-জল সব ফেলিয়ে দিয়ে॥
দেখতে 'শ্যাম'-শোভারাশি, মরি সে কি ভালবাসি;
ইচ্ছা করে শুন্‌তে বাঁশী, দাসী হই তার চরণে গিয়ে॥

কাফিসিন্ধু—যৎ।

মনে মনে মন সঁপেছি—ভাল বে'সেছি।
তারি লাগি সর্ব্বত্যাগি, উদাসিনী সেজেছি॥
সে প্রেম-মূরতিখানি, যতনে মানসে আনি,
ভাবিতে দিবা-যামিনী, আপনারে ভুলেছি॥

বিভাষ-মিশ্র—একতালা।

ওগো, কত সাধনায়, বিজন-বেলায়,
মিলায়েছে বিধি তোমারে।
আজি, করিব প্রকাশ, চির-অভিলাষ,
যা' আছে মরম-মাঝারে॥
চাহিনি তোমার প্রেম-ভালবাসা,
প্রাণ পাব ব'লে করিনি দুরাশা;
হাসি-মুখখানি দেখিবার আশা,
ক'রোনা নিরাশা আমারে॥

খাম্বাজ—যৎ।

কে গো নব-জলধর ভ্রমিছ নিকুঞ্জ-বনে,
ত্রিভঙ্গ-মুরতি ধরি, চপলা শ্রীরাধা-সনে।
কালো-অঙ্গে একি জ্যোতি, আলো করে বসুমতী,
ত্যজে পতি কুলবতী ছুটে তোমা দরশনে।
বাঁশরী-সঙ্গীত-ছলে, গরজিছ 'রাধা' ব'লে,
যমুনা উজানে চলে সে ধ্বনি শুনি শ্রবণে।
মধুর ব্রজমণ্ডলে, দাঁড়ায়ে কদম্বতলে,
তোষিতেছ গোপীদলে প্রেম-সুধা বরিষণে॥

মিশ্র-ইমন—কাওয়ালী।

কুহু-স্বরে উহু মরি হু হু করে প্রাণ।
সহেনা সহেনা আর, দারুণ বিরহ-ভার
রহেনা রহেনা বুঝি কুল-শীল-মান॥
দোলায়ে নবীন-লতা মলয় মৃদুল বায়,
আবেশে হৃদয় হ'তে দুকূল খসিয়া যায়;
রতিপতি প্রতি পলে, গোপন মরমতলে,
দূরে থেকে হানে ফুলবান॥
ওই হের মধুকর ছড়ায়ে মধুর তান,
দুলে দুলে ফুলে ফুলে করিতেছে মধু পান;
বিনে সে হৃদয়-বঁধু, এ হৃদি-কমল-মধু,
বল সখি কারে দিব দান॥

কমিক।

আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে
নিয়ে বিড়ি সিগারেট পান।
আজি আমার যা' কিছু আছে, গিয়ে দোকানীর কাছে,
তাহারে ক'রেছি সব দান॥
আজি তোমার চরণতলে রাখি এ জিনিসগুলি,
একটী একটী ক'রে তব মুখে দিই তুলি,
পান-খিলি গালে ভরি, অধরে চুরট্ ধরি,
মার বঁধু ক'সে তায় টান;
আজি জীবনের সব আশা, সব সুখ ভালবাসা,
ইহাতেই হ'ক অবসান॥
ঐ ভেসে আসে বাজারের লুচিভাজা সৌরভ,
ভেসে আসে রাস্তার গাড়ী-চলা কলরব,
ভেসে আসে পাশাপাশি, ইঞ্জিনের ধূঁয়ারাশি,
ভেসে আসে সে বাঁশীর তান;
আজি এমন ইলেকট্রিক্-আলো, মরি যদি সেও ভালো,
সে মরণ স্বরগ সমান॥
আজি তোমার বুকের তলে ঝাঁপিয়ে পড়িতে চাই,
তোমার সরল গলে লাফিয়ে ধরিতে চাই,
তোমার বিছানাতলে, শয়ন লভিব ব'লে,
আসিয়াছি তোমার নিধান;
আজি সব ভাষা সব বাক্, নীরব হইয়া যাক্,
ঘুমে শুধু মিশে থাক্ প্রাণ॥

খাম্বাজ—যৎ।

দেখা দে মা দয়াময়ি কাতর-পালিনি কালি ;
তনয়ে পাঠায়ে ভবে, ভবানি কোথা লুকালি ॥
জন্মাবধি এত ক'রে, ডাকিতেছি শ্যামা তোরে,
পাতকী ব'লে কি মোরে ভুলি র'বি চিরকালি ॥
পতিত-তারিণী নামে, খ্যাতা তুমি ধরাধামে,
আমা লাগি হররমে সে নামে কি দিবি কালি ॥

হাম্বির-মিশ্র—ঢিমে-তেতালা।

ভুলি ভুলি করি তারে ভোলা সে কেমনে হয়।
সে ছবি মরম থেকে তোলা ত সহজ নয় ॥
হৃদয়-হৃবিনিময়ে প্রথম-মিলন যবে,
ভেবেছি কি এ জীবনে এ প্রেমে বিচ্ছেদ হবে ;
কে জানে অমিয় সনে, গরল রবে গোপনে,
আঁকা সে যে প্রাণ-মনে যাবত নহে প্রলয় ॥

বারোঁয়া—দাদ্‌রা।

ভালবাসা কথার কথা নয়।
মনটি জেনে সযতনে মন যোগাতে হয় ॥
হ'য়ে তারি অভিলাষী,
মুখে বলে 'ভালবাসি' ;
সে যে কি চায়, কার এত দায় অত খোঁজে রয় ॥

কেদারা—কাওয়ালী।

কি স্বরে বাজাও বাঁশী, আমি বড় ভালবাসি,
শুনিতে তোমার বাঁশী ছুটে আসি কাননে।
শুনি ব'লে ওই বাঁশী, প্রতিবাদী প্রতিবাসী,
র'বনাকো গৃহবাসী তাই বুঝি জাননে॥
বাজাও বাজাও বাঁশী, মজাও সে ব্রজবাসী,
শুনিয়া মোহন-বাঁশী ভুলে যাবে কুলবাসী;
হ'য়ে সবে বনবাসী, দেখে যাবে বাজে বাঁশী,
বড় ভাল সাজে বাঁশী ও মধুর আননে॥

মিশ্র-খাম্বাজ—একতালা।

সে যে, এই আসি ব'লে, গেল কোথা চ'লে, ফিরে তো এলনা আর।
আসিবে যদি সে চ'লে যাবে কেন, বুঝিবারি এ যে ভুল আমার॥
সারাটি যামিনী আকুল-নয়নে,
চেয়ে থাকি আমি তারি পথ-পানে;
সে এখন কোন্ হৃদিমাঝখানে শোভিছে দোলিছে রতনহার॥
মিছে গাঁথা হ'ল কুসুমের মালা,
কুসুম-শয়ন হেরে বাড়ে জ্বালা,
এ বিরহ-নিশি হবে কি সকালা, মুছে মুছে কত নয়নধার॥
ভেবেছি প্রণয়ে সুখ অবিরল,
সুধা ভ্রমে এ যে পিয়েছি গরল;
জীবন হারানো এর প্রতিফল, এতদিনে তবে বুঝেছি সার॥

মিশ্র-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

এস, করুণা-সাগর গৌরহরি!
এস, সাঙ্গপাঙ্গসনে, হরিসঙ্কীর্ত্তনে,
নদীয়া-নগর পরিহরি॥
এস জগবন্দন, শ্রীশচীনন্দন,
বিশ্ব-বিনোদন-বেশ ধরি;
চন্দন-রঞ্জিত হেমতনু সজ্জিত,
কোটী-বিধু লজ্জিত জ্যোতি নেহারি॥
এস বিশ্বম্ভর, দেব দ্বিজবর,
ব্রহ্ম পরাৎপর, দণ্ডধারী;
আপাদ-লম্বিত পাটপটাবৃত,
উত্তরীয় ধৃত সঙ্গে তারি॥
এস মহামতি, বিষ্ণুপ্রিয়াপতি,
জীবগণ-দুর্গতি-ধ্বংসকারী;
চিকুর-রচিত মুক্তা-বিভূষিত
চূড়া সুশোভিত শিরোপরি॥
এস সনাতন, পতিতপাবন,
প্রেম-নিকেতন, পাপহারী;
গলে সমুজ্জ্বলা সুগন্ধি-ফুল-মালা,—
বক্ষে হেলাদোলা কিবা মরি॥
এস হরি ব'লে, দুটী বাহু তুলে,
তালে তালে তালে নৃত্য করি;
স্বর্ণ-নূপুর তায়, বাজিবে রাঙ্গাপায়,
কর্ণে পশিবে হায় সুধা-লহরী॥

এস বালক-বেশে, হরি-ভাবাবেশে,
হেরি সবে হরষে নয়ন ভরি;
এস প্রভু ত্বরিতে, ভবাব্ধি তারিতে—
দেবেন্দ্রে বিতরিতে চরণ-তরী॥

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

সে কথা কেউ তো জানে না।
চুপি-সাটে দেখাদেখি, চোখে চোখে কথাটি নানা॥
সে আমার আমি যে গো তার,
দুজনে সঙ্গোপনে লুট্‌বো সুধা প্রেম-ভালবাসার,
লোকে কেন সন্ধি পাবে তার;
যে না জানে এ চাতুরী, সে তো প্রেমের ধার ধারে না॥

কমিক।

ডুম্ ডুম্ ডুম্ বাজিয়ে দিচ্ছি ঢোল।
একটা মজার কথা শুন্‌বি যদি, করিস্‌নাকো গোল॥
চুপ্, চুপ্, চুপ্, ঐ কে কাড়ে রা,
বল্লে কথা শুনিস্ না, ছি! বেহায়া তোরা,
আস্‌কথাটা পাশ্‌কথাটা একবার না হয় ভোল্॥
শুন্‌বে যদি আসল-কথাটী,—
সত্যি বল্‌ছি খরচ লেখো আগে মাথাটী;
এ যে, যার কথা সেই বুঝ্‌বে ভালো, তোদের প্রাণে মইবে ঘোল॥

ইমন-ভূপালী—ঢিমে-তেতালা।

শ্রীচরণে দিওগো আশ্রয়, হে করুণাময়!
তোমারি করুণা হ'লে ভবে কি অপূর্ণ রয়?
দীনবন্ধো! জানি ভাল তুমিহে দীনের গতি,
সর্ব্বজ্ঞ! জানতো আমি পুণ্য-হীন দীন অতি;
আমারে করিলে দয়া, এ কীর্ত্তি হবে অক্ষয়া,
মহিমা-গৌরবে তব ভরিবে ভুবন-চয় ॥
কলুষিত-কর্ম্মে চির লিপ্ত হয়ে সুনিশ্চিত,
প্রধান 'পাতকী' ব'লে আছি ভবে পরিচিত;
'পাতকী-তারণ' তুমি, এও ভাল জানি আমি,
যাচি হে জীবন-স্বামী ঠেলনা সে অসময় ॥

সাহানা—খেম্‌টা।

আমরি কি মধুর তানে গেয়ে গেল গান।
তানের ভিতর তুলে গেল সে কি অভিমান ॥
আর যে তুমি গাচ্ছোনাকো, চুপ দিয়েগো কেন থাকো,
কি বাধাতে সাধে এত হতাশ হ'ল প্রাণ ॥
কি ধীর আনে তোমার তানে, গানের কি ভাষা,
যতই শুনি—শুন্‌তে কেমন বেড়ে যায় আশা;
আবার তুমি তেমনি গানে, সুধা বর্ষণ কর প্রাণে,
দক্ষিণা তা'র কি যে এ আর পাইনে যে সন্ধান ॥

ভৈরবী—একতালা।

তুই গো আমার পাগ্‌লিনী মা, আমি মা তোর পাগ্‌লা ছেলে।
বাবা আমার পাগল ভোলা, এমনটি আর কোথায় মেলে॥
তোর যেমন টান ছেলের প্রতি,
মা'র প্রতি মোর তেমনি মতি,
সে যেন এক বিষম ক্ষতি তোমার স্মৃতি মনকে এলে॥
তুই মা কেমন দিনে রেতে,
রণ-রঙ্গে আছিস্‌ মেতে;
আমিও বেশ মায়ার স্রোতে রঙ্গে দিইছি প্রাণটি ঢেলে॥
চিরদিনটে এমনি ক'রে,
কাট্‌লো মা পাগ্‌লামীর ঘোরে;
শেষের দিনে দেখিস্‌ মোরে চরণ হ'তে দিস্‌নে ঠেলে॥

কাফিসিন্ধু—যৎ।

কে যাবিগো যমুনায়,
আয় আয় বেলা বয়ে যায়;
ওই শুন কালশশী বিপিনে বাঁশী বাজায়॥
গৃহকর্ম্ম পরিহরি,
চল গো কুলকুমারি,
নিতম্বে ধরি গাগরী,
বারি আনিবার ছলে হেরিব সে শ্যামরায়

ঝিঝিট—একতালা।

আয় সবে মিলে, মন প্রাণ খুলে
হরি হরি ব'লে ডাকিরে।
যাঁর কৃপাবলে, এসেছি ভূতলে,
তাঁরে কেন ভুলে থাকিরে॥
নাচিয়ে নাচিয়ে করতালি দিয়ে,
ভ্রমি পথে পথে হরি-গুণ গেয়ে,
প্রেমময়-প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে,
তন্ময় জগত দেখিরে॥
জয়ী হবি যদি তপননন্দনে,
হরিনাম-সুধা পিওরে বদনে,
শিব মৃত্যু-জয়ী যে নামের গুণে,
শুকদেব সদা সুখীরে॥
হরি ভিন্ন ভবে কি আছেরে গতি,
হরি আমাদের সহায় সঙ্গতি;
তাই বলি সেই অগতির গতি—
হরি-পদে মতি রাখিরে॥

খাম্বাজ—যৎ।

আপন ভাবিয়া যারে সঁপেছি জীবন মন,
বুঝিতে পারিনা সে যে কঠিন কেন এমন॥
হের্বো শুধু আঁখি ভ'রে, থাকি কত আশা ক'রে,
দিবেনা দেখা আমারে সে বুঝি করেছে পণ॥

আশাবরী—আড়াঠেকা।

কে প্রসূতা কারে সুতা ভেবেছ রাণী অন্তরে।
জাননা জগজ্জননী জন্মেছে তব জঠরে॥
বিরিঞ্চি বাসব হরি, যে উমার আজ্ঞাকারী,
মোহ-ঘোরে নগেশ্বরি চিনিতে পারনি তাঁরে॥
ত্যজিয়া সংসার-মায়া, শূলপাণি শব-কায়া,
সে শুধু শঙ্করী-পদে নিবাস-বাসনা-তরে;—
তোমার গৌরী নন্দিনী, গতি-মুক্তি-প্রদায়িনী,
ধন্যা করিতে ধরণী উদিতা ভূধর-ঘরে॥

কমিক।

পূরবী—খেম্‌টা।

যাবনা সাঁজের বেলা একলাটি যমুনা-জলে।
ও-পাড়ার কালো ছোঁড়া দাঁড়ায় গিয়ে কদম-তলে॥
ছোঁড়াটা ফচ্‌কে ভারি, চোখ দেখে বুঝ্‌তে পারি,
কোন্ দিনে মালাটি ধরি ঝুলিয়ে দেবে হৃৎ-কমলে॥

বারোঁয়া—দাদ্‌রা।

ভালবেসে একি ঝকমারি।
সেধে সেধে জীবনান্ত, তবু কি মন পাই তারি॥
প্রথম সে যে মিলন-ছলে, স্বর্গ যেন ধরাতলে,
কে জানে এ শেষের ফলে সার হবে নয়ন-বারি॥

মাদল-বাদ্যে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।

রাধে রাধে রাধে রাধা-গোবিন্দ বল্,
গোবিন্দ বল্ রাধা-গোবিন্দ বল্।
আশি লক্ষ জন্ম ক'রে ভ্রমণ,
মানব-জনম পেয়েছ এমন,
ভ'জে নে শ্রীরাধা-রাধারমণ,
ওরে, সাধের জনম যদি কর্‌বি সফল।
(রাধাগোবিন্দ বল্‌রে) (মনের অনুরাগভরে)
রাধাগোবিন্দ-নাম-সুধা-পানে,
পরম আনন্দ পাবি প্রাণে,
বদনে বল নাম শোনো কানে,
ও তোর, দেহ মন প্রাণ হবে শীতল।
(ঐ নামের গুণে) (শ্রবণে কীর্ত্তনে)
দু'দিনেরি তরে এসেছ ভবে,
দু'দিন পরে তোরে যেতে হবে,
রাধাগোবিন্দ-নাম বল্‌বি কবে,
ও তুই, কেমনে এড়াবি কালের কবল।
(ও সেই নিদানের দিনে) (রাধাগোবিন্দ-নাম বিনে)
অনিত্য সংসারে সকলি অসার,
ধন জন কিছু নহে তোমার,
দুর্ম্মতি দেবেন্দ্র কররে সার,
মধুর, 'শ্রীরাধাগোবিন্দ' নামটি যুগল।
(জীবন-মরণের সম্বল) (মায়ার সংসারে কেবল)

সাহানা—কাওয়ালী।

বাজিল শ্যামের বাঁশরী।

বাজ্ বাঁশী বাজ্ বাজ্, থাক্ আজ গৃহ-কাজ,
প্রাণ ভ'রে শুনি তোর স্বর-লহরী॥
বাজে বাঁশী কোন্ সুরে, কোন্‌খানে কত দূরে,
তানখানি ভেসে এসে বসিল মরম জুড়ে,
ছুটে গেল অভিমান, প্রাণে উঠে প্রেম-গান,
আর বুঝি কুল-মান রাখ্‌তে নারি॥
বুঝেছি বংশীধারী তোমার চাতুরী যত,
মজাতে গোকুল-বালা ছলনা করিবে কত;
যায় যাবে জাতি-কুল, হও কালা অনুকূল,
জীবনে মরণে দাসী আমি তোমারি॥

পিলু-মিশ্র—একতালা।

তুমি, ভুলে গেছ তাই চিনিতে পারনা,
চিনেছি হে সখা তোমারে।
আঁকা আছে ওই চারু ছবিখানি,
গোপন মরম-মাঝারে॥
সে দিনের কথা পড়ে কিনা মনে,
প্রবেশিয়ে যবে প্রণয়-কাননে,
হৃদয়-শয়নে, নয়নে নয়নে,
রেখেছিলে সখা আমারে॥

সিন্ধুড়া—যৎ।

মায়ের মত মা হ'লে কি এত ক'রে ডাকৃতে হ'ত।
সাড়া পেয়ে ত্বরা ক'রে কাছে এসে দেখা দিত॥
যাতনা পেলে সন্তানে, বেজে উঠে মায়ের প্রাণে,
আগে তো ছিলনা মনে এ মায়ের প্রাণ পাষাণ এত॥
নামটি শুনি জগন্মাতা, এই কি রে মায়ের মমতা,
মা হ'য়ে বল কে কোথা কালের করে সঁপে সুত॥

মিশ্র-ঝিঝিট—দাদ্‌রা।

ভালবাসে তাই ত আসে যায়।
সে যে, আমায় পেলে ভূমণ্ডলে আর কিছু না চায়।
মনটি তোষে কত ছাঁদে, আমি, হাস্‌লে হাসে কাঁদ্‌লে কাঁদে,
অভিমানে কতইনা সাধে,
আবার, আদর ক'রে হাতে ধ'রে 'আসি' ব'লে নেয় বিদায়॥

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালী।

দূরে থেকে লুকিয়ে শুধু চোখের দেখা দেখে যাই।
এ দেখায় জানিনা আমি কি আনন্দ প্রাণে পাই॥
কেন এত ভালবাসি, কি আশাতে ছুটে আসি,
মুখখানি তার হাসি-হাসি সদাই যেন দেখ্‌তে চাই॥
হ'লে নাকি জানাজানি, দেখা সে দিবেনা জানি,
সে যে এত অভিমানী বুঝেও কেন বুঝি নাই॥

বেহাগ-খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা।

গেঁথেছি যতনে কত কানন-কুসুম-হার ;
সোহাগে শ্যামের গলে দিব প্রেম-উপহার ॥
আজি সখি ফুল-সাজে, সাজাব কিশোর-রাজে,
সবে তারে রাখি মাঝে দেখিব সৌন্দর্য্য সার ॥
মোরা যত ব্রজবালা, শ্যামে ল'য়ে সারা বেলা,
বনে বনে কত খেলা খেলাব গো সঙ্গে তার ॥

কামক।

পুঃ। তোর চিনির পানা মুখখানিতে একটি চুমু খাই।
স্ত্রী। দূর হ'য়ে যা', দূর হ'য়ে যা', ওরে ও বালাই ॥
পুঃ। চটছো কেন চাঁদ-বদনী প্রেয়সী আমার,
স্ত্রী। ওরে পোড়ামুখো নুড়ো জেলে মুখে দিই তোমার ;
পুঃ। আমি করবো তবে মান,
স্ত্রী। আমি ধরবো এই কান,
পুঃ। আরে ছাড় ছাড় তোর টানুনীতে বেরিয়ে যায় যে প্রাণ ;
স্ত্রী। তবে মারবো গালে চড়,
পুঃ। বাবারে বাবারে একটি চড়ে গেছি যমের ঘর ;
স্ত্রী। বল্ করবোনা এমন,
পুঃ। তুমি হৃদয়মাঝে এস দেখি ও হৃদি-রতন ;
স্ত্রী। মর্ মর্ মর্ হতচ্ছিরে লজ্জা কি তোর নাই ॥

মিশ্র-ভায়রোঁ—কাওয়ালী।

জয় জগত-বন্দন, দশরথ-নন্দন,
রাম নারায়ণ, লোক-পতি!
জয় কৌশল্যা-অঞ্চল-নিধি, নীল, নিম্মল,
সূর্য্য-কুলোজ্জ্বল, দীন-গতি!
জয় লক্ষ্মণ-অগ্রজ, রাজ-রাজেশ্বর;
জীবন অনুজ রাজছত্র-ধর;
জীব-অন্তর্য্যামী, জনকসুতাস্বামী;
বামে বিরাজা তুমি সীতাসতি!
জয় পিতৃসত্য-প্রতিপালন-তৎপর,
ধনুর্ব্বাণধারী ক্ষত্রিয়-বীরবর;
জানকী-উদ্ধারণ-কারণ প্রণাশন—
সবংশ-দশানন দুষ্টমতি!
জয় লব-কুশ-জনক, জগজন-পালক,
হনুমান-সেবিত, শরণ্য,-তারক;
দৃঢ় ভক্তি মাগি, চির-অনুরাগী,
দেবেন্দ্র শ্রীচরণে করে নতি!

শঙ্করা—দাদ্‌রা।

কাঁদাকাঁদি সাধাসাধি কেন তারে কেন এত।
চিরদিনের তরে সখি, তোমার প্রেমে বাঁধা সে ত॥
যেথানে যায় যাক্‌না চ'লে, কোনো কথা কাজ কি ব'লে,
পিপাসাটি উদয় হ'লে আপ্নি এসে সাধ্‌বে কত॥

পূরবী—একতালা।

কই এল সই প্রাণেরি কালা।
কেবা নিল হরি, বল ত্বরা করি,
হরি বিনে প্রাণ হল উতালা॥
আসিবারি কত আশা দিয়ে প্রাণে,
কেন গুণমণি এলনা কাননে;
পেয়ে বুঝি তারে পথ-মাঝখানে,
ধরে নেছে কোন্ গোপেরি বালা॥
যাহার লাগিগো চিরদিন-তরে,
ডুবেছি সজনি কলঙ্ক-সাগরে;
হারা হয়ে সেই শ্যাম-সুধাকরে,
এ নিশি কি আর হবে সকালা॥
সুখ-আশে আসি নিকুঞ্জমাঝারে,
ভাসি যে দারুণ দুখেরি পাথারে,
কি করিব সখি ব'লে দে আমারে,
বিরহ-কাতরে মরে অবলা॥

খাম্বাজ—যৎ।

না দেখিলে থাকি ভাল, দেখিলে যে এ কি হয়,
কি যেন বলিতে গিয়ে এসে পড়ে লাজ-ভয়॥
জানাবো সে কি আকারে, কত ভালবাসি তারে;
সে যদি না চাহে ফিরে, এত কি রে প্রাণে সয়?

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ত্রিলোক-তারিণী তারা তার তনয়ে।
নিতান্ত ডাকি মা তোরে কৃতান্ত-ভয়ে
দয়াময়ি, দীনহীনে—
কে তারিবে তোমা বিনে,
কিঙ্করে কৃপা-নয়নে হের অভয়ে ॥
পাপে জীর্ণ মন-তরী,
ভবার্ণবে কিসে তরি,
দে মা শ্রীচরণ-তরী সদয়া হ'য়ে ॥

ঝিংলা—কাওয়ালী।

শুধু চোখেরি দেখা, দেখ্‌তে আসি,
নইলে যে রৈতে পারিনে।
হৃদয়-দেবতা সে যে গো আমারি,
এ ছাড়া কিছু তো জানিনে ॥
মিলায়ে সে ধনে হৃদি-উপবনে,
প্রীতি-পুষ্প-হারে পূজিব যতনে,
জনমে জনমে করিনি সে ভাগ্য,
কাজেই এ ভাবনা ভাবিনে ॥

পিলু-মিশ্র—দাদ্‌রা।

ঐ গো ঐ গো ঐ গো কালা বাজায় বাঁশরী।
সেই ত বটে বংশীবটে—
বটে বটে নটবর মুরারি ॥
ওই যে ওই যে পেয়েছি শুনিতে,
রাধা রাধা রাধা বলে বাঁশরীতে,
মরি মরি মরি নিঠুর হরি—
হ'রে নিল প্রাণ মুরলীধ্বনিতে ;
ওগো ওগো সখি হ'ল একি দায়,
মজালে মজালে কুল-কুমারী ॥

কমিক।

মিশ্র-ভৈরবী—খেম্‌টা।

আহা দেখ্‌লে তারে কেমন করে প্রাণ।
সে যে, গুম্‌রে মরি, শেষ কি করি,—ধ'রে ফেলি গান ॥
তারে যে কি ভালবাসি, বল্‌তে গেলে একটা রাশি,
(ওগো) চাঁদমুখে তার মুচকি-হাসি করে সুধা দান ॥
শুন্‌লে তার দুটো কথা, দূর হ'য়ে যায় মনের ব্যথা,
(ওগো) সে যে আমার মর্ম্মে গাঁথা, কে জানে সন্ধান ॥
তারি তরে বল্‌বো কি রে, ভাস্‌ছি দুটী নয়ন-নীরে,
(ওগো) তবু একবার চায়না ফিরে, এম্নি সে পাষাণ ॥

মিশ্র-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

এস হৃষিকেশ-মানস-মোহিনি!
এস, শ্বেত-সরোজ'পরে, বিনোদ-বীণা করে,
বেদ-মাতা অবিদ্যা-নাশিনি!
এস মা সরস্বতি, ভগবতি, ভারতি,
করুণা করি মম কণ্ঠে কর বসতি;
দূর করি দুর্ম্মতি, তনয়ে দাও সুমতি,
এ মিনতি পদে বাগ্বাদিনি!
অজ্ঞান-তমোঘোরে হ'তেছি মা চঞ্চল,
দেখায়ে জ্ঞানের আলো হৃদি কর উজ্জ্বল;
দুর্গম সমাধি-পথে, ল'য়ে চল সাথে সাথে,
পতিতে ঠেলনা গতি-দায়িনি!

খাম্বাজ—যৎ।

কেমনে ফিরাবি তারে, সে যে কত কেঁদে কেঁদে,
ধ'রে ও চরণ দুটি গেল তোরে কত সেধে॥
কি মানে যে ম'জেছিলি, তারে পায়ে ঠেলে দিলি,
সে-কালে কি রেখেছিলি নির্দ্দয়ে হৃদয়ে বেঁধে॥
বারেক চাহিলে ফিরে, সে কি কভু যেত ফিরে,
সামান্যেতে মানিনিরে এ প্রমাদ গেল বেধে॥

মিশ্র-ভৈরবী—একতালা।

ওগো, একি হ'ল কাল, কালি সে বিকাল,
কালোরূপখানি হেরিয়া।
করে বাঁশী ল'য়ে, ছিল সে দাঁড়ায়ে,
বনখানি আলো করিয়া॥
কি ক্ষণে গেলাম যমুনার জলে,
দেখা তারি সনে তমালেরি তলে,
বাঁকা-চোখে চেয়ে সে বুঝিগো ছলে,
সকল নিয়েছে হরিয়া॥
সাধ হয় মনে, সে কালো-রতনে,
রাখি' হৃদিমাঝে পরম যতনে,
দিবস-যামিনী বসিয়া বিজনে,
নিরখি নয়ন ভরিয়া॥

বারোঁয়া—খেম্‌টা।

তোরা নিসে আয় নিসে আয় গোলাপী-মিশি।
সুবাস-ভরা, মার্কামারা—খাঁটী স্বদেশী॥
এ মিশিতে দাঁতটি ধুলে,
রূপের চমক্ যাবে খুলে,
দেখ্‌তে কত বাহার হবে চাঁদমুখের হাসি॥
আমার মিশির এম্‌নি গুণ,
দূর হ'য়ে যায় মনের আগুন,
প্রাণের বঁধু অনুগত রয় দিবানিশি॥

(মাদল-বাদ্যে সঙ্কীর্ত্তন-গান)

বাঁশরীতে কে গো ও প্রাণ-সই,
রাধা' রাধা' ব'লে ডেকেছে ওই।

ব্রজে তো রয়েছে কত জনা,
রাধা বিনে সে কি নাম জানে না ;
তুমি গিয়ে তারে কর মানা,
আমি, কুলাঙ্গনা লাজে আকুলা হই।
(বাঁশী নাম ধ'রে বাজে) (কত সুরের ভাঁজে)

জানিনা ও বাঁশী কি গুণ জানে,
তারি পানে শুধু প্রাণকে টানে ;
বল সখি আমি যাই কেমনে,
হেথা, গুরুজনের মাঝে সদাই যে রই।
(ছার সংসারের কাজে) (এই গোপ-বধূ-সাজে)

যখন তখন শুনি, সে জন কে বল্,
রাধা ব'লে বাঁশী বাজায় কেবল ;
দেবেন্দ্র বলে "তায় কর্‌বি কি বল্,
ওগো, তার যে পছন্দ নয় রাধা-নাম বই।
(সে যে ব্রজেন্দ্র-তনয়) (কবে মিলাবে প্রণয়)"

কাফিসিন্ধু—একতালা।

শ্যামা গো আমার এই বাসনা।
প্রাণান্তে তোর পদপ্রান্তে স্থান যেন পাই শবাসনা ॥
যখন নিকট হবে শমন,
মহাঘুমে ক'র্‌বো শয়ন,
ঘুমের ঘোরে যেন তখন কালী-নাম বলে রসনা ॥
সাঙ্গ করি মানব-লীলা,
ভব-পারে যাবার বেলা,
পারের ঘাটে ল'য়ে ভেলা দেখা দিস্ মা দিগ্বসনা ॥

কমিক।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কোথায় লুকালে তুমি, হে লুচি সুধাময়,
তোমা বিহনে প্রাণ দেহে বা নাহি রয় ॥
একে এ বিষম শীত, তাহে ক্ষুধা বিপরীত,
এ সময়ে অন্তর্হিত হওয়া কি উচিত হয় ॥
কেমনে তোমাধনে ভুলিব ভাবি তাই,
সে সৌম্য-মূর্ত্তি মনে জাগিছে সর্ব্বদাই ;
সাঙ্গপাঙ্গ-পরিবৃতে, এসহে রসনাটীতে,
আনন্দের সরসীতে ভাসুক্ মম হৃদয় ॥

খাম্বাজ—যৎ।

কেন মন দিলি তারে, ভালবাসা সে কি জানে?
ভুলে গেলি কুলবালা মোহন-মুরলী-তানে॥
আগে না বুঝিয়া প্যারি, বিকালি চরণে তারি,
লম্পট সে বংশীধারী কত ব্যথা দেবে প্রাণে॥

মিশ্র-ভূপালী—একতালা।

কে বলিবে হায়, আছে সে কোথায়,
মন যারে ভালবাসে।
নাহি জানি কোন্ নব-উপবন,
মোদিত সে-ফুলবাসে॥
সে মন-মোহন-মুরলীর গান,
কোন্ দিন হ'য়ে গেছে অবসান,
এখনো যে তার সুধাময় তান,
মরমে মরমে ভাসে॥
আসে যায় কত শারদ-যামিনী
চাঁদিমা-কিরণে হাসিয়া,
গেয়ে যায় পিক ললিত রাগিণী
বসন্ত-সমীরে ভাসিয়া,
কত সাজে সাজি' স্বভাব-নিচয়,
আসে—ধরা কত করে শোভাময়;
যে বিনে নিখিল নিরখি প্রলয়,
সে শুধু কেন না আসে॥

শঙ্করা—দাদ্‌রা।

মায়ের ছেলে মা'য় না পেলে, চায় কি কিছু আর ?
জানিনে জগজ্জননি এ কেমন তোর ব্যবহার ।।
মা মা ব'লে এত ডাকি, শুন্‌তে শ্যামা পাচ্ছিস্‌ না কি,
ওরে ও ছেলে-খাকি সাড়া দে একবার ।।
এত যদি ছিল মনে, ঠেলে দিবি কু-সন্তানে,
প্রসব ক'রে ছিলি কেনে জবাব কর্‌ মা তার ॥

গজল।

এস এস এস সখা, সহসা কি মনে ক'রে।
এলে যদি দিলে দেখা, এস কাছে এস স'রে ।।
ভালছিলে বলো বলো, সে তো তোমার আছে ভালো,
মন প্রাণ চিরকাল' স'পেছ যার হাতে ধ'রে ॥
আজি কি ভাগ্যেরি লেখা, বহুদিন পরে দেখা,
জানতে কি এসেছ সখা আছি কি গিয়েছি ম'রে ॥

বারোঁয়া—দাদ্‌রা।

এত ক'রে চাস্‌নে ও-পানে।
রূপের নেশা ধ'রে যাবে চোখে পরাণে ॥
প্রথম বল্‌বি "তা কি হয় ছি!"
পরে বল্‌বি "দোষই বা কি ?"
শেষে হবে "কখন পাব বুকের মাঝখানে ॥"

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

ওগো সখি একি দেখি যমুনারি কূলে।
নবীন-নীরদ নাকি নেমেছে ভূতলে॥
নীরদে চপলা-হাসি, বরষে পিযূষ-রাশি,
আজি বুঝি কুল নাশি ভাসাবে অকুলে॥
মরি কি মেঘেরি শোভা, মানস-চাতক-লোভা,
সঘনে গরজে কিবা 'রাধা রাধা' ব'লে॥

মিশ্র-বিভাষ—একতালা।

তোমারি আশে, এ ভব-নিবাসে,
উদাসিনী-বেশে র'য়েছি।
তোমারি ভাবনা, ভেবে এ দেখনা,
কত শীর্ণ-তনু হ'য়েছি॥
সুখ-সাধ—সে তো কবে গেছে চ'লে,
বেঁচে আছি এ যে জানিনে কি ব'লে,
নিশি-দিন কত ভেসে আঁখিজলে,
বিরহ-বেদনা স'য়েছি॥
বিফল জনম বৃথা এ সংসার,
তুমি যদি সখা না হ'লে আমার;
হৃদয়ে এসহে হৃদয়েরি হার,
চির-সাধ প্রাণে ব'য়েছি॥

কাফিসিন্ধু—যৎ।

যাও গিরি ত্বরা করি শঙ্করী আনিতে ঘরে।
না হেরি প্রাণেরি উমা দু'নয়নে বারি ঝরে॥
দেখেছি স্বপন গত নিশাকালে,
উমা যেন কত কেঁদেছে 'মা' ব'লে;
সে অবধি নিরন্তর, অধীর মম অন্তর,
বিনা উমা-সুধাকর বল কে সান্ত্বনা করে॥

কমিক।

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা।

স'রে যাও হে ও কালাচাঁদ, দাঁড়ায়োনা মধ্যপথে।
তোমার মুখের আড়্ বাঁশীটি লাগ্‌বে আমার টানা-নথে॥
কিবা তোমার রঙের বাহার,
আলো-জায়গা করে আঁধার,
নূতন-ধোয়া কাপড় আমার ময়লা হবে ঠেক্‌লে ওতে॥
শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ-বাঁকা,
নয়ন বাঁকা, চূড়া বাঁকা,
ও বাঁকার আঁচ্ লাগ্‌লে ফাঁকা, মন বাঁকাবে সেইক্ষণেতে

কেদারা—তেওরা।

ভজরে অবিরাম, তারক-ব্রহ্মনাম,
বল বদন ভ'রে 'কৃষ্ণ,-হরে,-রাম'!
কলির দুর্দ্দিনে, চলি মায়াধীনে,
নিস্তার পাবিনে বিনে সে হরিনাম॥
হরে মুরারে মধু-কৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে;
ডাক করুণ-স্বরে, কোথাহে কংসারে,
পূর্ণ হবে অচিরে চির-মনস্কাম॥
ভজ নারায়ণ,—ভবাব্ধি-তারণ,
শমন ভয়-হর শ্রীমধুসূদন;
কি ভাবো ভবে এসে, ভাবো সে হৃষিকেশে,
অন্তে অনায়াসে পাবি রে মোক্ষধাম॥

পিলু—দাদ্‌রা।

পথপানে চেয়ে চেয়ে ব'য়ে গেল সারারাতি,
এলনা আসিব ব'লে;—এম্নিরে পুরুষ-জাতি॥
আশা দিয়ে হাতে রেখে, মিলায়েছে কোথা থেকে;
ঘুমের অলস চেঁকে চেঁকে, ফুলে গেছে আঁখির পাতি॥
কত আশে তারি তরে, থাকি আমি মর্ম্মে ম'রে;
সে এখন কার বুকের পরে জ্বেলে দেছে রত্নবাতি॥

সাহানা—একতালা।

ওগো তোরা দেখে যা'না, শ্যামা মায়ের কাণ্ডখানা।
ক'রে ফেল্লে লণ্ডভণ্ড প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডখানা॥
কি রণে মেতেছে বেটী, এ রঙ্গ ত যায়না জানা,
অসি ধ'রে অসুরগুলো কেটে ক'র্‌লে খানা খানা॥
সাবাসী ঐ সর্ব্বনাশী কিছু নাকি লাজ বাসেনা,
রণরঙ্গে নাচে কেমন হ'য়ে বামা দিগ্বসনা॥
রক্ত খেয়ে মুক্তকেশীর লহ লহ করে রসনা,
সর্ব্বাঙ্গে রুধিরের ধারা, বেশ ধরেছে বিভীষণা॥
কাটা-হাত সব গেঁথে নিয়ে করেছে কটীর গহনা,
মুণ্ডমালা গলায় প'রে আহ্লাদেতে কি আটখানা॥
দেবেন্দ্র আর বল্‌বে কত পাগ্‌লী বেটীর গুণপনা,
এত ঠাঁই থাক্‌তে এবার বাবার বুকে ক'রেছে থানা॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

চাবনা তার পানে, সে কি প্রেম জানে,
সে জানে ব্যথা শুধু দিতে সরল প্রাণে।
চা'লে সে আঁখি-পানে, কি যেন অভিমানে,
ফিরায়ে মুখ-খানি বুকে বরশা হানে॥
হেরিতে ভালবাসি সে হাসিমুখখানি,
শুনিতে অভিলাষী সে মুখে মৃদু বাণী;
যে দেখি হায় তার নিঠুর-ব্যবহার,
নিরাশে ফিরি নিতি কতনা হতমানে॥

দেশ-মিশ্র—ঠুংরী।

জয় শিব, শঙ্কর, শম্ভু, পিনাকধারী,
পার্ব্বতীরঞ্জন, শ্মশান-বিহারী।
ভব, শুভঙ্কর, হর, পরমেশ্বর,
শশাঙ্কশেখর, স্মর-সংহারী॥
ঈশ, দিগ্বসন, ভস্ম-বিভূষণ,
ঈশান, ভীষণ, ভব-ভয় নাশন;
শিরে সুরধুনী-বারি কুলু কুলু ভাষণ,
নয়ন ঢুলু ঢুলু জ্বলিত হুতাশন;
রণ-উন্মাদিনী যোগিনীসঙ্গিনী-
তারিণী-চরণ-ভিখারী;
নীল কালকূট কণ্ঠ সুশোভিত,
নিখিল-বন্দিত, নির্ব্বাণকারী॥

মিশ্র—কাওয়ালী।

ছুটেছে মনখানি কত আশে।
দেখো যেন রেখো মান, করোনা গো অপমান,
একটুকু দিও স্থান মনেরি পাশে॥
চিরদিন জানি ভাল নিজ-বশে ছিল মন,
সহসা আজিগো কেন অবশ হ'ল এমন;
কি শোভাতে দেখা দিলে, মোহে মন টেনে নিলে,
ফিরায়ে দিওনা তায় ঘোর-পিয়াসে॥

ভৈরবী—খেম্‌টা।

গহন কুঞ্জ মাঝে, ঐ সখী বাঁশী বাজে।
চল ত্বরা করি, দেখিতে শ্রীহরি, পরিহরি লোক-লাজে ॥
হেরিয়ে প্রাণ বিনোদ-কালা,
ভুলিব সজনি প্রাণের জ্বালা,
বন-ফুল তুলি, লয়ে বনমালী, সাজাব চিকণ-সাজে ॥
পঞ্চমে বাঁশী তুলিগো তান,
পুলকে মুগ্ধ করে যে প্রাণ,
মরমে উথলে প্রেম-তটিনী, শুনি ও মোহন মুরলী-গান ;—
কুলের গরিমা আর কি থাকে,
অকুলের সখা ওই গো ডাকে,
চল কুলবালা হৃদি-ফুল-মালা সঁপিগে কিশোর-রাজে ॥

কমিক।

ঝিঁঝিট-মিশ্র—দাদ্‌রা

ওরে আমার সখের প্রাণখানি।
একবার তেমনি ক'রে তানটি ধ'রে গাওনা কেন গানখানি ॥
হ'স্‌না কেন বেতালা তুই, নাই বা রৈল সুর,
আমার কানে শুন্‌তে সে যে বড়ই সুমধুর,
ও তোর গান শ্রবণে হয় যে মনে কতই সুখের আমদানী ॥
হ'কনা লোকে ঝালা-পালা, করুক্‌না বিদ্রূপ,
কোনোমতে গান গাওয়াতে দিস্‌নেরে তুই চুপ,
ওরে কান পেতে তোর কাজ কি শুনে লোকের সে নীরস-বাণী ॥

ইমন—আড়াঠেকা।

আর কেন মূঢ় মন,
ভ্রম ভবে অকারণ,
সে দিন নিকট হ'ল হের একবার ॥
শমন আসি সত্বরে,
বেঁধে ল'য়ে যাবে তোরে,
কোনোমতে তারি করে পাবিনা নিস্তার ॥
এখনো উপায় বলি,
ভক্তিভরে ভজ কালী,
জপ কালী-নামাবলী মুখে অনিবার ;—
কালী নামেরি প্রভাবে,
কাল-ভয় দূরে যাবে,
চরমে পরম গতি হবেরে তোমার ॥

মিশ্র—একতালা।

নিমেষের দেখা নিমেষে ঘুচাল'
সরম-জঞ্জাল এসে।
সে কি অতুলন স্বপন-মাধুরী,
প্রণে প্রাণে গেল ভেসে ॥
তিলেকের সেই সুখময় ছবি,
মরম লুটিয়া নিয়ে গেল সবি ;
তবুও সে বলি, যেওনা গো ছলি,
মনে রেখো ভালবেসে ॥

কাফিসিন্ধু—মধ্যমান।

ঐ বাজে গো বাঁশরী, কিশোরী নাম ধরি ;
বন কিম্বা মন মাঝে বুঝিতে নাহিক পারি ॥
বাঁশীতে কি গুণ জানে,
মজালে মধুর তানে,
প্রেম-গানে প্রাণ নিল হরি ;
কেমনে রহিব ঘরে, না হেরে সে বংশীধারী ॥

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

তুমি কোন্ বনের পাখী।
মৃদুল-হাওয়ায় উড়ে কোথায় যাচ্ছ একাকী ॥
কি শোভাতে দেখা দিলে, প্রাণটি আমার কেড়ে নিলে,
তোমায় পেলে হৃৎ-কমলে সদাই যে রাখি ॥

ছায়ানট—কাওয়ালী।

জানিনা তারে আমি কেন এত ভালবাসি।
ও কনকরূপরাশে, কি নব হরষ হাসে,
তাই কি দরশ-আশে শত বাধা ঠেলে আসি ॥
কিবা মুখশতদল, মাখা কত পরিমল,
উজল কুন্তলদল, সুকপোলে ঝলমল,
ফুলধনু ভ্রূযুগল, লাজ-আঁখি ঢলঢল,
আমরি সে বড় ভালো অধরে ও মৃদু-হাসি ॥

প্রভাতী—একতালা।

উষার আলোকে, পরম পুলকে,
শাখে শাখে পাখী ধরেছে গান।
এখনো কেনগো ঘুমেরি আবেশে,
এ নব-প্রভাতে রহ শয়ান॥
সদ্য-প্রস্ফুটিত-পুষ্প-গন্ধ-মিশা—
মন্দ-সমীরণ-প্রবাহিত দিশা;
পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে, সুরক্তিম রাগে,
করিছে ঘোষণা 'নিশাবসান'॥
জাগিয়া প্রথম বসি শয্যা'পরে,
বিশ্বেশ-চরণে নম ভক্তিভরে;
দিনেরি কর্ত্তব্য সাধিতে সুচারু,
বর মাগি লহ তাঁরি নিধান॥

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালী।

আমরি কি গুণ ধরে শ্যামের বাঁশীতে।
বাঁশী শুনে উদাসিনী আমরা কুলবাসীতে॥
পঞ্চম-সুরে যবে বাজে সেই বাঁশী,
গৃহবাস ত্যজে মোরা হই বনবাসী,
শুনিয়ে বাঁশীর গান থাকি উপবাসী,
বাঁশীতে করেছে দাসী কৃষ্ণে ভালবাসিতে॥

কমিক।

(মাদল-বাদ্যে নাম-সঙ্কীর্ত্তন)

কোন্ গরবিণী আমার গোউর কাঁদালে,
জানিস্ যদি তোরা দে গো ব'লে।
মর্ মর্ মর্, মর্ ও তুই পোড়ামুখি,
গোউর কাঁদায়ে কত হলি সুখী ?
তোর মত কামিনী পাষাণ-বুকী,
সে যে, জন্মেনি জগতে কোনোকালে।
(আমি চিরকাল বল্‌বো) (দয়ামায়াহীনা তোরে)
গোউরচাঁদ আমার সুবোধ অতি,
কখনো কারো ত করেনা ক্ষতি ;
জানিনা কেন সে রসবতী,
এত, ভাসায়েছে চাঁদে নয়ন-জলে।
(সে কি আর জায়গা পায় নাই) (তার রসের সিন্ধুর ঢেউ তুল্‌তে)
কেঁদে সারা হ'ল গোউরহরি,
বলেনাতো কিছু ব্যক্ত করি ;
তাইগো আমি এত ভেবে মরি,
ও সেই, রঙ্গিনী কুরঙ্গ কি ঘটালে।
(কিছু বুঝ্‌তে পারি না) (সেই মায়াবিনীর মায়া)
দ্বন্দ্ব বাধায়ে রৈলি সঙ্গোপনে,
গোউর-কাঁদা বন্ধ করি কেমনে ;
দেবেন্দ্র বলে,—ধনি ধরি চরণে,
ওরে, মোক্ষের ধনে নিসে বক্ষে তুলে।
(নইলে শান্ত হবেনা) (তোর সোহাগ না পেলে গোউর)

ভৈরোঁ—আড়াঠেকা।

হেরগো রাণি তোমারি কুমারী আসিল ঘরে।
দশভুজা-রূপ ধরি দশদিক আলো করে॥
সঙ্গে গুহ, গণপতি, সিন্ধুসুতা, সরস্বতী;
সিংহ'পরে ভগবতী, রূপে জগ-মন হরে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী, যাঁর কৃপা অভিলাষী,
সে উমা নিকটে আসি, মা ব'লে ডাকে তোমারে;
বিশ্ব-প্রসবিনী সতী, তুমিগো তাঁরি প্রসূতী,
তব তুল্য ভাগ্যবতী কে আছে মা ধরা'পরে॥

বারোঁয়া—দাদ্‌রা।

ভালবাসা জানিনে কেমন।
এত করি তবু তারি পাইনেতো মন॥
এ জীবন তার প্রয়োজনে,
দিতে পারি সযতনে,
যদি একবার সরল-মনে করে আলাপন॥

পিলু-মিশ্র—খেম্‌টা।

একলা ঘরে রইতে নারি মন কেমন করে।
নিশিতে কু-স্বপ্ন দে'খে চুম্‌কে উঠি ঘুমের ঘোরে॥
যদি পাই প্রেমিক-রতন, প্রাণ সঁপে তায় করি যতন,
রেখে তারে হৃদ্-মাঝারে বিধিমতে যোগাইরে মন,
চিরজীবন আপন ভুলে বাঁধা রই তার প্রেমের ডোরে॥

খাম্বাজ—যৎ।

সারা নিশি জেগে থেকে প্রভাতে ঘুমাল রাই,
জাগায়োনা কাঁচা-ঘুমে ওহে নিঠুর কানাই ॥
চুপে চুপে হে শ্রীহরি, স্বস্থানে কর শ্রীহরি,
লম্পট তুমি মুরারি বুঝিবারি বাকি নাই ॥
আসিতে কুঞ্জ-সদনে, মানা তব জেনো মনে;
ন'রে পড়ো মানে মানে, শ্রীপদে মিনতি জানাই ॥

মিশ্র-শঙ্করা—একতালা।

শয়নে স্বপনে জাগরণে,
সেই মুখখানি জাগে মনে।
যে মুখের আঁখি, প্রীতি-অশ্রু মাখি,
নিরখি গিয়েছে আঁখি-পানে ॥
আলোকে আঁধারে প্রাসাদে পাথারে
যে ভাবে যেখানে রই,
দিবস-যামিনী সেই মুখখানি
ভেবে ভেবে সারা হই;
শুধু, সে মুখের পানে সুদীন-নয়নে
চাহিয়ে সঘনে কই,
"ওগো দেখ দেখ চেয়ে,—তোমারি বিরহে,
কত ব্যথা স'য়ে আছি প্রাণে ॥"

ভৈরবী—একতালা।

শ্রীনন্দগোপনন্দন শ্যাম, বৃন্দাবনচারী।
রাধানন্দবর্দ্ধন, গোবর্দ্ধন-গিরিধারী॥
মদনমোহন, মোহন-বেশ,
শিখি-পুচ্ছ-পাখা- সুশোভিত কেশ,
সুচারু কপালে, তিলক উজলে,
বাঁকা দুটি আঁখি,—গোপী-মন-হারী॥
পীতবসন, সুচিকণ-কালা,
হৃদয়-সরোজে দোলে বনমালা;
চৌদিকে বেড়িয়া যত ব্রজবালা,
নবজলধরে যাচে প্রেম-বারি;—
চরণে নূপুর কানু নেচে চলে,
অধরে মুরলী বাজে রাধা ব'লে;
নিকুঞ্জ-কাননে প্রেম-লীলাছলে,
গোপী-সঙ্গে মিলে বিহরে শ্রীহরি॥

হাম্বির—ঢিমে-তেতালা।

আসে যেন এখানে ত্বরায়, ওগো ব'লো তায়।
মানে মত্ত হ'য়ে তারে ব'লেছি দুটো অন্যায়॥
জানায়ো মিনতি ভাষে, তারি দুটী হাতে ধ'রে,
'তোমারি বিরহে বঁধু আছে সে মরমে ম'রে;'
ব'লো, 'আজিকেরি মত ক্ষমা সে মেগেছে পায়॥'

কাফীসিন্ধু—যৎ।

মিটলনা মোর জীবনের সাধ, মিছে কেন আছি বেঁচে।
ঐ, এলোকেশী সর্ব্বনাশী, আমার, সাধে বড় বাদ সেধেছে॥
মনে ছিল সাধ—"মাতৃচরণতলে,
থাক্‌বো প'ড়ে সদাই ডাক্‌বো 'মা মা' ব'লে;"
সে সুখ-সাধে ঢেলে কালি, আমায়, সংসারী ক'রেছে কালী,
জানিনা সে মুণ্ডমালী ভাগ্যে শেষে কি লিখেছে॥

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালী।

ব'লোনা ব'লোনা তারে ব'লোনাগো কটু-কথা।
শুনিতে অযশ তারি প্রাণে বড় লাগে ব্যথা॥
সে যে মম প্রিয়তম, তারি গুণ অনুপম,
কপালেরি দোষে মম অযত্ন ঘটেছে তথা॥

কমিক।

কালাংড়া—দাদ্‌রা।

দিদিলো, কে পুষেছে কালো বেড়াল-ছানা।
আটপর প্রায় গয়লা-পাড়ায় করে আনাগোনা॥
বেড়ালটা চতুর খুবি,
ঢুক্‌বে ঘরে চুপি চুপি,
চুরি ক'রে নিত্যি খাবে দুধ ঘি ননী ছানা,
শেষে, ভাঁড় ভেঙ্গে দে পালিয়ে যাবে, মারে তায় কোন্‌জনা॥

খট্‌-মিশ্র—ঝাঁপতাল।

পতিতপাবনি গঙ্গে, গতি-মুক্তি-প্রদায়িনি,
ভগবতি, বসু-প্রসূতি, দুর্গতি-বিনাশিনি!
বিষ্ণুপাদ-সমুদ্ভবে, শিবানি, সর্ব্বপূজিতে,
শ্বেতবরণি, ত্রিনয়নি, ব্রহ্ম-কমণ্ডলুস্থিতে,
'পূত-সলিলা'-অভিহিতে, ত্রৈলোক্য-সুপ্রবাহিতে,
মকরাসন-সংস্থিতে, শম্ভুশিরবিলাসিনি!
সূর্য্যবংশে ভগীরথ-ভূপ বহু তপোবলে,
স্বর্গ হ'তে তোমারে মা গো আনিল এ ধরণীতলে,
ভক্তে কৃপা প্রকাশিলে, পাতালপুরে প্রবেশিলে,
সাগর কুল উদ্ধারিলে অশেষ-গুণ-ধারিণি!
তব তরঙ্গে অবগাহন—যে তব জল পান করে,
কলুষ নাশি,—পুণ্যরাশি ধরে কি তার চরাচরে;
তব গর্ভে ত্যজিলে প্রাণ, তার তুল্য—কে ভাগ্যবান,
বৈকুণ্ঠে সে পায় চির-স্থান ওমা বৈকুণ্ঠ-নিবাসিনি!
জীবনান্তে জীব-দেহ ত্যজে যবে বন্ধু-সকলে,
'যথার্থ-জননী' তুমি আদরে তারে ধর কোলে,
তব দেহ পরশ ফলে, ধ্বংসি সে পাতকদলে,
অমরধামে চলে সবলে অমর-কুল-আরাধিনি!
পশু-পক্ষী-মীনাদি যদি হয় তব তীরে কি নীরে,
পুণ্যবলে সেও ভূতলে বন্দনীয় নত-শিরে;
তব হীন দেশে বসতি, কোটি-করীশ্বর-নৃপতি,
সেও মা অসঙ্গত অতি জগতে ঘোষে এ কাহিনি।

তব নাম কথনে তব দরশে নীর-পরশনে,
কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ শমন-তাপ বিনাশনে ;
এ দেবেন্দ্র ভাগ্যহীনে, তারিবে কে মা তোমা বিনে,
স্থান দিও ঐ শ্রীচরণে জননি ! জগতারিণি !

পুরবী—দাদ্‌রা।

চল্‌না লো দল বেঁধে আজ যমুনায় জল আন্‌তে যাব।
এই অবেলায় কদমতলায় প্রাণের শ্যামে দেখ্‌তে পাব॥
শ্যামকে আজ টেনে নিয়ে, যমুনার জলকে গিয়ে,
হাতে তার হাত জড়িয়ে নির্ভয়ে সাঁতার খেলাব॥
আমরা যত কুলবতী, পতি-প্রতি রাখি মতি,
শ্যাম যে মোদের খেলার সাথী, এ খেলায় কি কুল হারাব ?

সাহানা—যৎ।

বিরহ যাতনা অতিশয়, সখি সে তো নয়।
থাকে যদি ভালবাসা, বিচ্ছেদে বল কি হয়॥
মিলনে কেবলি সখি, সে যে ঐ 'একটি' দেখি ;
বিচ্ছেদে সদা নিরখি তন্ময় ভুবনময়॥
আশাটি হৃদয়ে এঁটে, জন্ম জন্ম যাবে কেটে,
বিরহান্তে মিলনেতে কি অপূর্ব্ব সুখোদয়॥

খাম্বাজ—যৎ।

দু'চার ডাকে সারা দিবি তুই বেটী কি তেমনি মেয়ে,
সত্যি নাকি ছেলেখাকি গেছিস্ কানের মাথা খেয়ে॥
মা মা ব'লে ডাক্‌ছি কত, শুনেও বেটি শুনিস্‌না ত;
বেড়েছে তোর গরব এত, বাবার বুকে উঠ্‌তে পেয়ে॥

মিশ্র-বসন্ত—একতালা।

মধুর রজনী, খেলে নিশামণি,
কুমুদিনী ধনি সনে।
থাকিয়া থাকিয়া, ডাকে 'পিয়া পিয়া',
পাপিয়া আপন মনে॥
উঠে ফুলকলি সোহাগে ফুটিয়া,
বহে সমীরণ সুরভী লুটিয়া,
ধায় মধুকর পুলকে ছুটিয়া
কুসুমিত-উপবনে॥
রজত-বরণ চাঁদের কিরণ
ধরণী মেখেছে গায়,
বিমল গগনে উজল নয়নে
তারাগুলি হেসে চায়;
মরমের তলে তুলে প্রেম-গান,
ছাড়ে পিক-কুল 'কুহু কুহু' তান;
প্রমোদে উথলে প্রেমিকের প্রাণ,
বিরহী প্রমাদ গণে॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

বাঁশী বাজায়োনা আর।
ঐ বাঁশীতে কুল-মান হ'য়েছে রাধার ॥
কি সুরে বাজে বাঁশরী,
শুনিলে কুল পাশরি,
ছুটে আসি বংশীধারী নিকটে তোমার ॥

কনিক।

পিলু—পোস্তা।

কর্ত্তা গিন্নি দু'জনাতে মিলেছিল উনিশ-কুড়ি,
কর্ত্তা যদি ধর্‌তেন হুকো ত গিন্নি তখন ছুঁড়্‌তেন খুঁড়ী ॥
পা'গ্‌ না পা'গ্‌ 'বাপ্‌রে' ব'লে,
কর্ত্তা অম্নি পড়্‌তেন ঢ'লে ;
গিন্নিও কেঁদে 'মাগো' ব'লে, লোক জমাতেন ছ্যাণ্ডবুড়ি ॥
তারপর এইত উভয়েতে,
পড়্‌লেন পৃথক বিছানা পেতে ;
কে কারেই বা ডাকে খেতে, মুখ যেন ঠিক গোবর-ঝুড়ী ॥
ব'লে যাবে তোমরা সবে,
"দু'চার দিন ত এম্‌নি রবে ;"
খানিক পরেই মিল অভাবে ছাড়্‌তেন দু-জন আড়িমুড়ি ॥
বক্তব্য উপসংহারে,
পালিয়ে যেতেম পাড়ান্তরে,
দোতলায় ঠিক সন্ধ্যার পরে শুনে হাস্যের হুড়োহুড়ি ॥

গোষ্ঠ-লীলা।

(মাদল-বাদ্যে সায়াহ্নিক নগর-সঙ্কীর্ত্তন)

গোঠে হ'তে এল তোর নীলমণি,
দে মা আমায় খেতে ক্ষীর সর ননী।
গিয়েছিলেম খেয়ে কোন্ সকালা,
ফিরে আসতে হ'ল সন্ধ্যেবেলা,
বেড়েছে যে বড় ক্ষুধার জ্বালা,
ওগো, আমায় কৃপা কর্ মা নন্দরাণি।
(আর সইতে পারি না) (দারুণ ক্ষুধার জ্বালা যে)
সারাটি দিন আমি রাখাল-সনে,
ফিরেছি ধেনু ল'য়ে বনে বনে ;
কতবার মা তোরে পড়েছে মনে,
আমি, ভুলিনি তোর মধুর "বাছা" বাণী।
(হৃদে গাঁথা ছিল) (মা তোর সোহাগগুলি)
আদর ক'রে আমায় নে মা কোলে,
মু'খানি মুছায়ে দে অঞ্চলে ;
দেবেন্দ্র বলে,—"তুই সকল ভুলে,
আগে, গোপালকে খাওয়াগো ও জননি।
(আর বিলম্ব করিস্‌না)
(ব্রজের রাখাল-রাজকে খাওয়াতে)"

সাহানা—কাওয়ালী।

হরি হরি হরি বল মন।
কলিতে তারক-নাম কি আছে এমন॥
প্রেমানন্দে বাহু তুলে, ডাক হরি হরি ব'লে,
নাম-শৌর্য্যে অবহেলে জয়ীবি শমন॥
ক্ষুধা নিদ্রা পরিহরি, মুখে বল হরি হরি,
হরিনাম-সুধাবারি পিও অনুক্ষণ;
ভব-ঘূর্ণি-পারাবারে, হরি বিনে কেবা তারে,
ভজ সত্য ভক্তিভরে সুখ-মোক্ষধন॥

মিশ্র—দাদ্‌রা।

আমি বাবুর বাড়ীর চাকরাণী
দিনের বেলায় বাসন মাজি,
রাত হ'লে হই রাজরাণী॥
মাইনে আমার পাঁচটি টাকা,
তাতে কি হয় মেজাজ বাঁকা,
পাঁচে শূন্য দিলে যা' হয় তা';—
এমন, গয়না কাপড় ছাড়া সেটা,
আমার, বাক্সতে মাসিক আমদানী॥

মালকোষ—আড়াঠেকা।

মরি কি অতুল শোভা হ'ল গোকুল-কাননে।
ভূতলে যুগল-শশী, পূর্ণিমা-শশী গগনে॥
শ্রীরাসবিহারী হরি, বামে রাধা রাসেশ্বরী,
কোটি-শশি-শোভা ধরি বিহরিছে একাসনে॥
হেরি মুখ পরস্পরে, ভাসে প্রেম-সুখ-সরে,
বাঁশরী শ্যামের করে 'কিশোরী' বলে সঘনে;
সখীগণ কুতূহলি, সর্ব্বারি কুসুমাঞ্জলি,
"জয় রাধাকৃষ্ণ" বলি' যুগলে সঁপে যতনে॥

বিভাষ-মিশ্র—একতালা।

বসিয়া বিজনে, আপনার মনে,
কত কত গান গেয়েছি।
আশার ছলনে, আকুল নয়নে,
কত পথপানে চেয়েছি॥
কত গাঁথা-মালা গিয়েছে শুকায়ে,
কত সাধ প্রাণে প'ড়েছে লুকায়ে,
নিতি নিতি কত কুসুম-শয়ন
হতাশে ভাঙ্গিয়ে ফেলেছি;—
ওগো, কোন্ ভাগ্যফলে, হৃদয়-কমলে,
তোমা ধনে আজি পেয়েছি॥

কমিক।

আমি সারা বিকালটি ব'সে ব'সে এই
কবিতা-খানটি লিখেছি।
আমি প্রীতি-উপহারে, তুষিতে তোমারে,
কবিতাটি এই লিখেছি॥
আমি সারা বিকালটি করি নাই কিছু,
করি নাই কিছু বঁধু আর,
শুধু গালে হাত দিয়ে ভাবিয়ে ভাবিয়ে,
কবিতাটি এই লিখেছি॥
তখন দাঁড়াইয়ে দ্বারে সুকরুণ-স্বরে
ডাকিতেছিল সে ভিখারী,
চাহিতেছিল গো মুষ্টি-ভিক্ষা
বার বার কত ফুকারী;
তখন খুঁজিতেছিল সে সঙ্গিনীরা এ'সে
তাস খেলিবার লাগিয়া,
আমি সব তেয়াগিয়ে তেতলাতে গিয়ে
কবিতাটি এই লিখেছি॥
কবিতাটি শুধু লেখা নয় বঁধু
এ কথা সে কথা ধরিয়া,
আছে আদর-সোহাগ প্রীতি-অনুরাগ
সারা কবিতাটি ভরিয়া;
আছে সবার উপর আহা কি সুন্দর
শ্রুতি-সুখকর মিল্ গো,
শুন একবার কবিতা আমার
তোমারি কারণে লিখেছি॥

বিভাষ—একতালা।

ওহে পশুপতি, শঙ্করী সম্প্রতি,
চাহে অনুমতি চরণে তোমার।
তিন দিনের তরে, যাব গিরিপুরে,
পুরাও হে সাদরে বাসনা আমার॥
দেখেছি নিশিতে দারুণ স্বপন,
মা আমার লাগি করিছে রোদন,
হ'য়ে পাগলিনী, বলে এই বাণী,
"কোথারে ভবানী দেখা দে একবার॥"
গতিশক্তিহীন পিতা মহামতি,
না হেরি আমারে লভিছেন দুর্গতি;
তাই হ'ল অতি বিচলিত মতি,
করিতে প্রণতি শ্রীপদে তাঁহার॥
সপ্তমী অষ্টমী নবমী বাসরে,
বঞ্চিয়া জনক-জননী-গোচরে,
দশমী-প্রত্যুষে, ত্যজি গিরিবাসে,
কৈলাস-আবাসে আসিব আবার॥

পাহাড়ী—দাদ্‌রা।

ভুলনা কথার ছলে, ব্যথার ব্যথী কেউ হবে না।
যে মনে আজ মন মজাবে, সে মনটিতো কা'ল রবে না
প্রেমের সই এমনি রীতি, নূতন নূতন বড়ই প্রীতি,
তৃষা মিট্‌লেই হবিরে "ছি", দেখাটীউ চোখে সবে না॥

ভূপালী—কাওয়ালী।

তারা ত্রাসিত তনয়ে কর ত্রাণ।
তপনতনয়-ভয়ে কাঁপে সদা প্রাণ॥
জানি মা তুমি তারা কৃতান্ত-দলনী,
কাতরে তাই তোরে ডাকিগো জননি,
নিজগুণে এ নির্গুণে হও কৃপাবান॥
পাতকী আমি অতি অবনী-মাঝারে,
পতিত-তারিণী মা—তুমি গো সংসারে,
দেবেন্দ্র যাচে তোরে শ্রীচরণে স্থান॥

খাম্বাজ—যৎ।

কার তরে আর গাঁথ্‌বি মালা ওরে কালা-কলঙ্কিনি;
বুঝে নে সার কালা এবার হ'লরে তোর কি কালফণি॥
ব্রজের খেলা শেষ করি সে, মথরাতে গেছে মিশে,
এখন তার বিরহ-বিষে জ্ব'লে মর্‌ দিবা-রজনী॥

বারোঁয়া—দাদ্‌রা।

সখি তারে ফিরায়েগো আন্‌।
হেরি তার সজল-আঁখি দূরে গেল মান॥
সে যে আমার হৃদয়-নিধি,
সদয় হ'য়ে দেছেন বিধি,
তারে ছেড়ে কভু কি রে ধীর মানে প্রাণ॥

বসন্ত—চৌতাল।

শঙ্কর, শশিশেখর, পিনাকি, ত্রিপুরারি।
বানেশ্বর, ব্যোমকেশ, গঙ্গাধর, গিরিজাপতি,
নীলকণ্ঠ, শূলধারী॥
মৃত্যুঞ্জয়, শিব, অনাদি, প্রমথাধিনাথ,—
পঞ্চানন, বামদেব, রামগুণ-গানকারী॥

ঝংলা—কাওয়ালী।

ফিরে চাও ফিরে চাও, মাথা খাও কথা কও,
কেন রও অধোবদনে।
অগাধ উদাসভাবে, আছ সখা কি অভাবে,
কি ভাবনা ভেবেছ মনে॥
নয়নে প্রেমের ছবি মুছায়ে কে দিল হায়,
অধরে হাসির রেখা কেন না প্রকাশ পায়,
বিষাদ-জলদ-রাশি, বল কোথা হতে আসি,
উদিল হৃদয়-গগনে॥
ঐ যে হাসিছে শশী কুমুদিনী-সঙ্গে,
অই হের তরু'পরে বসিয়া প্রমোদভরে
বিহগ-বিহগী গাহে রঙ্গে;
কেন তবে হৃদি-সখা তুমি হে এত নিদয়,
প্রফুল্ল-কমলে হেরি অলি কি নীরবে রয়,
এস সখা এস প্রাণে, প্রেম-অমিয়-দানে
তোমারে তুষিব যতনে॥

ইমন—দাদ্‌রা।

ঘরে আর মন সরেনা এতো বড় বিষম-জ্বালা।
জানিনে গোপনে কি গুণ ক'রেছে চিকণকালা॥
হেরিতে সে কালশশী, কেন এত হই উদাসী,
দু'বেলা তাই ছুটে আসি জল আনিবার ক'রে ছলা॥
গৃহ-কাজে ঘুরি ফিরি, মনে জাগে বংশীধারী,
ইচ্ছা হয় সকল ছাড়ি সার করি এই কদমতালা॥

কমিক।

মাইরী মাইরী মাইরী মালী তুই বড় পাগল।
আরে পাগ্‌লি তোর মুখটি দেখে,
কার মনে না লাগে গোল॥
তুই কেন বল্‌ কথায় কথায়,
ধ'রেথাকিস্‌ কামিনীর পায়;
এমন প্রাণপ্রতিমার মন মেলাতে
বল্‌ কে কি না ক'র্‌তে চায়,
ওরে, ঐ জন্যে ত শ্রীরাধার পায়
ধ'রেছিল নীলকমল॥
তুই কেন নির্লজ্জ এমন,
ফিরিস্‌ নারীর পেছন পেছন;
এমন অমূল্য-ধন ছেড়ে কি আর
স্থির থাকে কার মন,
ওরে, সাধে কি শিব শ্যামা-ধনে সাজায়েছেন বক্ষস্থল।

গৌউর-সঙ্গীত।

(মাদল-বাদ্যে নাম-সঙ্কীর্ত্তন)

প্রেম-বিভোরা গোরা নেচে নেচে যায় ;
দেখ্‌বি যদিগো তোরা আয় আয় আয়।
অধরে আধ' আধ' 'রাধা' বুলি,
নাচে গোরা দুটী বাহু তুলি,
পথে যে'তে কেঁদে পড়ে ঢলি,
গোরার, নয়ন-জলে ভাসে নধর কায়।
(তোরা মুছায়ে দিসে আয়)
(চাঁদ-গোউরের নয়ন-জল মুছায়ে দিসে আয়)
(গোউর কেঁদে সারা হ'ল, মুছায়ে দিসে আয়)
(চাঁদ-গোউরের চাঁদবদন মুছায়ে দিসে আয়)
(বসন-অঞ্চলে জল মুছায়ে দিসে আয়)
চরণে রুনু রুনু নূপুর বাজে,
বন-ফুল-মালা গলে সাজে ;
সঙ্কীর্ত্তনে হরি-ভক্ত-মাঝে,
কিবা, ভাবের ভরে গোরা ধরা লুটায়।
(তোরা কোলে তুলে নিসে আয়)
(গোউর গড়াগড়ি যায়, কোলে তুলে নিসে আয়)
(সোনার হাতে সোনার কায় কোলে তুলে নিসে আয়)
(ধূলা ঝে'ড়ে গোউরধনে কোলে তুলে নিসে আয়)
(ও তোর, সুন্দর কোল আলো ক'রে গোউর কোলে নিসে আয়)
(চাঁদ-বদন চুম্বন ক'রে গোউর কোলে নিসে আয়)

(আদর ক'রে সোহাগভরে গৌউর কোলে নিসে আয়)
(ভাবের ভাবে মিশিয়ে নিয়ে গোউর কোলে নিসে আয়)
উজ্জ্বল ঝল-মল চাঁচর কেশ,
ভুবন-মনোহর-গৌর-সুবেশ ;
দেবেন্দ্র বলে, এ যে সেই পরমেশ,
আজি, দ্বারে দ্বারে যেচে প্রেম বিলায়।
(তোরা নিসে আয় নিসে আয়)
(গৌরাঙ্গ প্রেম বিলায় নিসে আয় নিসে আয়)
(দ্বারে দ্বারে প্রেম বিলায় নিসে আয় নিসে আয়)
(বিনামূলে বিমল-প্রেম নিসে আয় নিসে আয়)
(গৌরাঙ্গের প্রেম তোরা নিসে আয় নিসে আয়)
(যত চা'বি ততই পাবি নিসে আয় নিসে আয়)
(অফুরন্ত প্রেম তোরা নিসে আয় নিসে আয়)
(এমন সুযোগ আর হবেনা নিসে আয় নিসে আয়)
(হৃদয়-ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে নিসে আয় নিসে আয়)
(প্রেমময়ের প্রেম তোরা নিসে আয় নিসে আয়)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বাঁশী মজালে আমায়।
রাধা রাধা ব'লে কেন ডাকে উভরায়॥
ত্যজে এত ব্রজবাসী, রাধা ব'লে বাজে বাঁশী,
হব কি গো বনবাসী বাঁশীর জ্বালায়॥

ভৈরবী—একতালা।

এবার তুমি জান্‌বে শ্যামা আমি তোমার কেমন ছেলে।
ধ'র্‌বো জোরে চরণ দুটি, ভুল্‌বোনা আর ভয় দেখালে।
বিবেকেরে ক'রে সাথী, খুজ্‌বো তোরে দিবারাতি,
জ্বেলেছি মা জ্ঞানের বাতি আঁধারে লুকাবি ব'লে॥
বেঁধে শক্ত ভক্তি-পাশে, বন্দী ক'র্‌বো হৃদিবাসে,
মন প্রহরী রাখ্‌বো শেষে, পলাতে পারবিনা ছলে;
ইহ-লীলা সাঙ্গ ক'রে, যাব যেদিন অপার পারে,
তরণী বাহিয়ে তোরে পার করাবো ভবের জলে॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

সখা দেখো যেন রেখো মনে।
দিবস-নিশিতে, তৃষিত-আঁখিতে,
চেয়ে র'ব পথপানে॥
শূন্য করিয়া হৃদি,
তুমি, চলিলে হে গুণনিধি;
সুখ-সাধ যত, জনমের মত,
যেতেছে তোমারি সনে॥
তুলিয়া বিরহ-তান,
বিরলে বসিয়া, ও রূপ ভাবিয়া,
সতত কাঁদিবে প্রাণ;
না মরিতে যেন দেখা দিও এসে,
এ মিনতি ও চরণে॥

কমিক।

আমি নিত্য যদি পাঁঠা খেতে পাই গো।
হবে, এ ভবেতে রাজা হ'তে কি জন্যে আর চাই গো॥
এই, প্রত্যহ দিবসে রেতে,
লুচি কি ভাতের সঙ্গেতে,
কি তৃপ্তি সে আহারেতে কেমনে জানাই গো॥
এই, ঝোলে আর মাসে খাঁটী,
পরিপূর্ণ একটি বাটী,
বড়-রকম না হ'লে সেটী মনকে কি বুঝাই গো;
সকল-রকম মসলা দিয়ে,
অতিরিক্ত গাওয়া ঘিয়ে,
সু-পাকের সুগন্ধ পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে যাই গো॥
এই, শুদ্ধস্থানে সুখাসনে
বসিয়া একাগ্র-মনে,
সরাম্ সরাম্ শব্দ যবে সঘনে উঠাই গো,—
হাড়ে হ'তে মাংসগুলি,
কত চেষ্টায় দন্তে তুলি,
কচি দে'খে অস্থিগুলি—তাও কি চিবাই গো॥
এই, ভোজন অবসানে প্রায়,
হ'লে সে গলায় গলায়,
বাটী থেকে মেটে-মাংস বেছে বেছে খাই গো,
ঝোলটুকু শেষ করি পান,
জল-পান, গাত্রোত্থান,
ঢেকুর তুলে বামহস্ত উদরে বুলাই গো॥

ইমন—আড়াঠেকা।

এত দিন পরে আজি 'মা' ব'লে কে এলি ঘরে।
এলি কি মা উমারাণি, শিব-হৃদি শূন্য ক'রে॥
এস কাছে হৈমবতি, হের মায়ের দুর্গতি;
বেঁচে যে আছি সম্প্রতি, কেবলি দেখিতে তোরে।।
সবে মাত্র তুমি তারা, আমার নয়ন-তারা,
তোমার বিচ্ছেদ শিবে সহে কি অন্তরে;—
অকুল সিন্ধু-জীবনে, হারায়েছি পুত্রধনে,
কে আছে মা তোমা বিনে 'মা' ব'লে ডাকিতে মোরে

আশোয়ারী—একতালা।

যেওনা যেওনা যেওয়া হে বঁধু, রাখনা রাখনা কথা।
সরলা কোমলা অবলার প্রাণে দিওনা দিওনা ব্যথা॥
আজি এ মধুর মিলন-যামিনী,
কোথা যাবে মোরে ক'রে অনাথিনী,
কাঁদায়ে কামিনী ওহে গুণমণি কি সুখ পাইবে সেথা॥
হাসে শশী—গাহে পাপিয়া-সকল,
ফুলে ফুলে অলি লুটে পরিমল,
এ নব-বসন্তে বিরহ-অনল জ্বেলেছে বল কে কোথা॥
এস ফিরে এস হৃদয়-শয়নে,
হের হের সখা করুণা-নয়নে,
প্রাণ মন মম জীবনে মরণে তোমার চরণে গাঁথা॥

খাম্বাজ—যৎ।

গোকুলে আকুলা তুমি কে কামিনী কুল-বালা,
কাঁদিছ যমুনা-কূলে হাতে ল'য়ে ফুল-মালা ॥
উদাস উন্মাদ প্রাণে, চাহিয়া মথুরা-পানে,
ডাকিছ করুণ-তানে কোথা হে প্রাণের কালা ॥
তুমি কি ভানু-নন্দিনী, কানু-মন-বিনোদিনী,
হারায়ে হৃদয়-মণি, পেতেছ দারুণ জ্বালা ॥

ভৈরবী—দাদরা।

আয় আয় আয় আয়রে নেমে আয়রে সোনার চাঁদ।
তোরে ধ'র্বো ব'লে সাধ গিয়েছে,
ওরে, তাই নাকি পেতেছি ফাঁদ ॥
হৃদয়াসন পেতে দেবো, ক্ষীর-ক্ষীরসে খেতে দেবো,
ফুলের মালা গেঁথে দেবো,
বাটাভ'রে পান যোগাবো,
তোমায় পেলে আপন ভুলে ভেঙ্গে দেবো মনের বাঁধ।

হাম্বির—যৎ।

মন ফিরে দিয়ে চ'লে যায়, সখি বল তায়।
ছলে বলে অবলার মন কেন সে নিয়ে পালায় ॥
মন দিয়ে মন পাবার তরে, সঁপেছি মন তারি করে,
ইষ্ট ভেবে নিষ্ঠাভরে প্রণামী ত দিইনি পায় ॥

ভীমপলশ্রী—একতালা।

জয় গোবিন্দ, গোকুলানন্দ, গোপাল, গোপনন্দন!
জয় দামোদর, পরমেশ্বর, সুরাসুরনরবন্দন!
জয় যদুবংশ-অবতংস, কৃষ্ণ, কংস-নাশন;
জয় দেবকীসুত, পরমাদ্ভুত, অচ্যুত, গরুড়াসন!
জয় জ্যোতির্ম্ময়, যশোদাতনয়, ভানুজভয়ভঞ্জন;
জয় গোবর্দ্ধন-গিরিধারী, যোগীহৃদয়রঞ্জন!
জয় গোপীজনবল্লভ, দেব-দুর্লভ, ভবমোচন;
জয় প্রবল-বলরামানুজ, শ্যাম, কমললোচন!
জয় দৈত্যদর্পহারী, হরি, কালীয়দর্পদমন;
জয় হৃষিকেশ, বালক-বেশ, রমেশ, রাধারমণ!
জয় প্রেমাকর, পুরুষবর, পীতাম্বরছাদন;
জয় বৃন্দাবন-বনবিহারী, মোহনবংশীবাদন!
জয় বাসুদেব, দিব্যমূর্ত্তি,—মনোভব-মনক্ষোভন;
জয় ভৃগুমুনি-চরণ-চিহ্ন-বিনোদ-বক্ষশোভন!
জয় সচন্দন-তুলসী-পূজিত, জিষ্ণু, জগত-কারণ;
জয় মুকুন্দ, সচ্চিদানন্দ, দীন-'দেবেন্দ্র'-তারণ!

পাহাড়ী—দাদরা।

তুলে নাও প্রেমের ছবি, রাঙ্গা রবি যাচ্ছে ডুবে।
ছড়ায়ে রজত-কিরণ চাঁদটি কেমন উঠ্‌ছে পূবে॥
ভানু-হারা কমলিনী, শুষ্ক-মুখী বিমলিনী;
শশীর হাসে কুমুদিনী হাসিটি মিলায় নীরবে॥

ভৈরবী—একতালা।

তাই লোকে আমায় পাগ্‌লা বলে।
আমার, পাগল বাবা, পাগ্‌লিনী মা,
আমি তাঁদের সাধের ছেলে॥
বাবা আমার পাগল ভোলা,
ভূত-প্রেত ল'য়ে করেন খেলা,
সিদ্ধি-পানে হন্ বিভোলা,
পড়ে রন্ মা'র চরণ-তলে॥
মা যে আমার পাগ্‌লী-মেয়ে,
নাম শুনে যম পলায় ভয়ে;
ক্ষ্যাপা বেটী ন্যাংটা হ'য়ে,
ধ্বংসে রণে দানব-দলে॥
মা-বাপের রীত্ সন্তানে পায়,
পাগল আমি সেই জন্যে হায়;
পাগল-ছেলে ব'লে মা-বাবায়,
স্থান দেবেন চরণ-কমলে॥

কমিক।

পুরবী—দাদ্‌রা।

একলা এ সাঁজবেলাতে যমুনাতে যাস্‌নে ধনি।
পথে আছে আড়্ পেতে সেই নন্দঘোষের গুণমণি॥
জানিসনাকো ও সুন্দরি, বুক বেড়েছে বড্ড তারি,
জমিয়ে দেবে তামাসা ভারি—'আঁচল ধরি টানাটানি'॥

মিশ্র—দাদ্‌রা।

হরি ব'লে ডাক্‌লিনা মন, মিছে কেন ভবে এলি।
আমার আমার ক'রে কেবল সত্য-কথা ভুলে গেলি॥
হরিনাম-সুধার সু-তার, রসনাতে বুঝ্‌লিনা আর,
বিষয়-মদে বিভোর হ'য়ে হুঁস-চেতনের মাথা খেলি॥
যে-হরিনাম করি সাধন, সর্ব্ব-সিদ্ধি লভে সুজন,
ভুলে রইলি সেই হরিধন, কেনরে মন এ জ্ঞান পেলি॥
আর কতদিন থাক্‌বি ভবে, কবে ও-পার যেতে হবে,
"হরির চরণ"—তরীখানি ধ'রে ব'স্‌না বেলাবেলি॥

মিশ্র-কানাড়া—একতালা।

বলি বলি ক'রে মরমের কথা,
সরমে কেবলি বেধে যায়।
ভাবনা আবার, সে কথা শ্রবণে,
যদিগো সে মনে ব্যাথা পায়॥
এ নিখিলে যেন সেইগো আপন,
সে বিনে যেনগো বিফল জীবন;
কেন যে জানিনে, হৃদি প্রাণ মন,
সব ছেড়ে শুধু তারে চায়॥
কবে তারে মম অতীত-বেদন,
বলিতে বলিতে ঝরিবে নয়ন;
কত দিনে হবে সফল জীবন,
হৃদয়-মাঝারে রেখে তায়॥

ইমন-কল্যাণ—ঠুংরী।

মোহন বাঁশী বাজায়ে কালা একি ঘটালে জ্বালা।
মজালে মজালে যত গোপেরি বালা॥
সখিরে হ'ল একি দায়,
কদম্বতলায় বাঁশী ঐ শুনা যায়;
কোন্ সে নূতন তানে কি সুর ও গায়,
অমিয় প্রেম-গান মরমে জাগায়,
বিবশ বিমোহিত মন, সেখানে মিলিবারে চায়;
বল সখি কুল-মান কেমনে রাখে অবলা॥

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালী।

ভালবাসি ব'লে আসি দেখিতে তোমায়।
তুমিযে বাসিবে ভাল, আসিনাযে সে আশায়॥
শশিমুখে মৃদু-হাসি, প্রাণে পরায়েছে ফাঁসি,
তারি টানে ছুটে আসি বাধা-রাশি ঠেলি পায়॥

বারোঁয়া—দাদ্‌রা।

কেমন ক'রে ফিরাই তারে বল্।
সে যে কত সেধে গেল ধ'রে চরণতল॥
তখন মত্ত হ'য়ে মানে, তাড়ালি তায় অপমানে,
এখন তারে আনি এখানে ক'রে কিসের ছল॥
সারা বিশ্ব খুঁজে এলে, সে রত্নহার কোথায় মেলে,
ফিরাব এ কল-কৌশলে, নইলে সব বিফল॥

শ্রীরাগ—আড়াঠেকা।

নমো নমো নারায়ণি! মাতঃ শ্রীর্জগপালিনি!
কমলে, কমলাঙ্গিনি, কমল-দল-বাসিনি!
ঈশ্বরি, বিশ্বপূজিতা, সর্ব্ব-রত্ন-বিভূষিতা,
বিষ্ণু-বক্ষস্থল স্থিতা, সুখ-মোক্ষ-প্রদায়িনী ॥

কমিক।

(আগমনী)

পিলু-মিশ্র—পোস্তা।

উমা আমার এলে এবার আর তারে দিবনা যেতে;
মা আমার কৈলাসে গিয়ে ভাল-মন্দ পায়না খেতে ॥
সকালবেলাতে উঠি,
নাই সেখানে চা-পাঁউরুটি,
ধুত্‌রা-বীচে সিদ্ধি ঘুঁটি খে'য়ে রয় মা নেশায় মেতে ॥
অন্নাভাবে শুনি সেথা,
খায় দু'জনে বেলের পাতা,
বল্‌বো কি আর মুণ্ড-মাথা, সয় কি এত বালা-খেতে ॥
জামাই নাকি বৈষ্ণব ভারি,
নিরামিষ্য আহার তাঁরি,
পাঁঠার মাংস তাদের বাড়ী ওঠেনা কোনো কালেতে ॥
লুচি মণ্ডা ক্ষীর ছানা আর—
খাওয়াব তায় কতই খাবার;
এই 'দেবেন্দ্র'—ছেলে যে তার, রাখিস্ রাণি প্রসাদ পেতে ॥

খাম্বাজ—যৎ।

না বুঝে সে নটরাজে মন প্রাণ সঁপে দিয়ে,
কি দশা তোর হ'ল প্যারি দেখ্‌নারে তাই দেখ্‌ ভাবিয়ে ॥
সে নিঠুর কালাচাঁদে, ভালবেসে কে না কাঁদে;
ব্রজে এখন কাঁদ্‌গো রাধে কলঙ্কিনী নামটি নিয়ে ॥

মিশ্র-ইমন—একতালা।

আসি আসি ব'লে, কোথা যাবে চ'লে,
কার তরে এত কেঁদেছে প্রাণ।
সোহাগের হারে বেঁধে কে তোমারে,
এ অধীরে সখা দিয়েছে টান ॥
আজি এ মধুর চাঁদিমা-কিরণে,
মুখখানি কার পড়েছেগো মনে,
কে কোথায় শুয়ে বিরহ-শয়নে,
মরম-বেদনে গেয়েছে গান ॥
হৃদয়-বিতানে আসন পাতিয়া,
পথপানে চেয়ে কে আছে জাগিয়া;
কে তব চরণে মিলন মাগিয়া,
আঁখি-নীর-মালা ক'রেছে দান ॥
কোন্‌ অভিনব কুসুমেরি বাসে,
পরাণ আকুলি উঠেছে পিয়াসে;
কোন্‌ উপবন প্রেমেরি বাতাসে,
মরমে তোমার তুলেছে তান ॥

পরজ—কাওয়ালী।

কালী কালভয়নাশিনী!
কাতরপালিনী, কঙ্কালমালিনী,
মহাকালহৃদিবিলাসিনী!
কৃষ্ণা, কৃপাময়ী, কৃপাণধারিণী,
কামদা, কামরূপা, কামান্তকারিণী,
কাননচারিণী, কৈবল্যদায়িনী,
কল্যাণী, কৈলাসনিবাসিনী!
কঙ্কালী, কালদারা, করালবদনী,
কৌতুকী, কলাবতী, কুমতিঘাতিনী,
কমলা, কলাধারা, কোমল-কলেবরা,
কলি-কলুষহরা, সুহাসিনী,—
কাত্যায়নী, কামা, কুমারী, কৃশোদরী,
কাদম্বরীপ্রিয়া, কিশোরী, কাশীশ্বরী;
কাল আগত দেখি, কৌশিকি তোরে ডাকি,
কিঙ্করে কর কৃপা কপালিনি!

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিরহ যাতনা সখি বল কত স'ব আর।
না বুঝে প'রেছি গলে পিরীতি-কুসুম-হার॥
কে জানে সে ভালবেসে, কাঁদায়ে পালাবে শেষে,
তাহারি বিচ্ছেদ-বিষে প্রাণে বাঁচা হ'ল ভার॥

মিশ্র-ইমন—একতালা।

আমরি আমরি, শোন্ সহচরি,
শ্যামের বাঁশরী বেজেছে ওই।
তুলিয়া সুতান, টানে মন প্রাণ,
বল আর ঘরে কেমনে রই॥
সাজ্ সাজ্ সাজ্, রাখ্ গৃহ-কাজ,
ঠেলে দে তরাস্-ঘৃণা-লোকলাজ,
যথা হৃদিরাজ করিছে বিরাজ,
ত্বরা গিয়ে তথা মিলিতা হই॥
সারি সারি সারি এস কুলনারি,
কুলে থেকে কেন প্রাণাকুলে মরি,
গোকুলের কুল দূরে পরিহরি,
অকূল-সখার শরণ লই॥

হাম্বির—যৎ।

গেয়েছিল কবে সে যে প্রণয়-পুলকে ভাসি।
বিমোহন সুধাতানে ব'লেছিল 'ভালবাসি'॥
বিছায়ে ললিত ভাষা, দিয়েছিল কত আশা,
চাহিতে নয়ন-কোণে, ফুটেছিল মৃদু-হাসি॥
সে সুধাংশু-আশে র'য়ে, কত নিশি গেল বয়ে,
আজো সে তো উদিলনা হৃদয়-আকাশে আসি॥

পিলু—যৎ।

সকলি দিয়েছ তুমি, কিছুতো অভাব নাই ;
তোমারি অভাবে সখা মনে সদা ব্যথা পাই।
চাহিনাকো রাজ্যধনে,
দারা-পুত্র-পরিজনে ;
শুধু তব শ্রীচরণে শরণ লভিতে চাই।—
দীনবন্ধো দয়া করি,
এস মম হৃদি'পরি ;
বিমোহন রূপ হেরি চিরানন্দে মিশে যাই॥

ভৈরবী—একতালা।

আয় আয় প্রাণ-প্রিয় পাখী, তোরে প্রাণে প্রাণে মিশে রাখি।
মোহন-মাধুরী ছবিখানি তোরি, হেরি, অনিমেষি আঁখি॥
সাজানো কুঞ্জ আঁধার করিয়া, গিয়েছিলি পাখী কোথারে চলিয়া,
ছিলি এতদিন আমারে ভুলিয়া, কাহার সোহাগে থাকি॥
কত নিশি-দিন কত মাস কত বরষ গিয়েছে বাহিয়া,
অঞ্চলে মুছি আঁখিজল কত পথ-পানে আছি চাহিয়া ;
জীবনেরি চির-সাথীটি আমার, হৃদি-বিনোদন হীরকেরি হার,
আজি তোরে পাখী পেয়েছি আবার, দিওনারে আর ফাঁকি॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তারে ব'লোনা কালো।
কালা যে নয়নে বড় লেগেছে ভালো॥
সে যে বিশ্ব-প্রিয়তম,
দৃশ্য অতি মনোরম,
সে রূপে অন্তর মম ক'রেছে আলো॥

কমিক।

স্ত্রী। ছি ছি মরণ নাইকো তোর।
কার পিরীতে পোড়ামুখো কর্লি নিশি ভোর॥
পুঃ॥ দেখ্, মুখ সামালে কইবি কথা,
স্ত্রী। কেন, তুই কি কাট্‌বি মাথা;
পুঃ। এখনো বল্‌ছি চুপ,
স্ত্রী। বল্‌বো আমি খুব;
পুঃ। দেখ্‌বি তবে,
স্ত্রী। কিল্‌টি খাবে;
পুঃ। আয় দেখা যাক্ কার গায় কত জোর,
স্ত্রী। চল্‌না আজকে খ্যাংরার চোটে
ভাঙ্‌বো হাড়-পাঁজোর॥

মান-ভঞ্জন।

(মাদল-বাদ্যে সঙ্কীর্ত্তন-গান)

কেন রাধে এত ক'রেছ মান,
এত সাধি তবু সেই সে সমান।

আস্‌তে বিলম্ব কিছু হয়েছে না হয়,
তার জন্যে এতটা করা ঠিক নয়;
কর্‌তে হয় কিশোরি যেটা রয়-বয়,
তোমার, হৃদয়খানি দেখ্‌ছি বড়ই পাষাণ।
(একটু দয়া কি হ'লনা?) (আমায় কাতর দেখে)

বল যদি তুমি, কি কর্‌বো তার,
তোমা বিনে রাধে জানিনে আর;
বিকায়েছি আমি প্রেমে তোমার,
ওগো, তোমা ভিন্ন কিছু চায়না যে প্রাণ।
(তুমি অকারণ দুষেছ) (যত মন্দ-লোকের কথা শুনে)

তোমারি আশে রাই ব্রজপুরে,
মাঠে গোঠে বনে বেড়াই ঘুরে;
কত অনুরাগটি হৃদে পুরে,
আমি, বাঁশীর সুরে করি রাধা-নাম গান।
(এ আর কে না শুনেছে) (আমার রাধা-নামে সাধা বাঁশী)

কর্ম্ম-ফেরে যদি ঘটেছে দোষ,
ক্ষমা কর রাধে ত্যজ এ রোষ ;
একটা কথা ক'য়ে কর সন্তোষ,
আমার, মৃত-দেহে কর জীবনটি দান।
(আমি, ম'রে যে গিয়েছি) (তোমায় বিরূপা হেরে)

চাইলেনা ফিরে,—তবে মানেরি দায়,
এই নাও রাধে তোমার ধ'র্লেম গো পায় ;
দেবেন্দ্র বলে—"হরি কর্লে কি হায়,
ভবে, তুমিই কর্লে 'নারীর পায় ধরা বিধান'।
(এইবার সব মানিনীই ধরাবে) (কেবল তোমার উপমা দিয়ে)"

বারোঁয়া—দাদ্‌রা।

কিনে নে রঙ্গীন ফুলন-তেল।
টাট্‌কা-ফুলে তৈরী করা, নয়কো এ যে ভেল,
এক টাকা দাম, শিশির স্থঠাম দেখে নে লেবেল॥
মিঠি মিঠি গন্ধেতে ভরা,
মাথ্‌লে বেজায় ঠাণ্ডা রাখে প্রাণ হু হু করা ;
আবার, খোস্‌বো পে'তে দিনে রেতে খুসি থাকবে দেল্‌।
মনে যাদের ঘোর—দ্বেষাদ্বেষি,
মান-অভিমান নিয়ে যাদের জোর রেষারেষি,
এতে, দেখ্‌বি কেমন মেশামেশি ক'রে দেবে মেল॥

ললিত—আড়াঠেকা।

কি হবে দীনের গতি, দিন তো গেল মা চ'লে
ভাবিতেছি অবিরত দাঁড়ায়ে ভবের কূলে॥
সংসার-সুদূর-দেশে, ব্যবসা করিতে এসে,
আপন করম দোষে হারায়েছি লাভে মূলে॥
যেতে হবে নিজ-পুরে, অকূল-জলধি-পারে,
কেমনে তরিব তারা দুস্তর ভব-সলিলে;—
নাহি মা কোনো সম্বল, ভরসা আছে কেবল,
বিতরি চরণ-তরী পরপারে নিবি তুলে॥

মিশ্র-ইমন—দাদ্‌রা।

পুঞ্জে পুঞ্জে কুসুম-কুঞ্জে গুঞ্জরে অলি-কুল,
কোকিল 'কুহু' ডাক্‌ছে, উহু প্রাণ করে আকুল।
ফুর্ ফুর্ ফুর্ মলয়-বাসে, কতই কথা মনে আসে,
আবেশেতে হৃদয় হ'তে খ'সে যায় দুকুল॥
'পিউ পিউ পিউ' কানে বাজে পাপিয়ারি তান,
প্রেমিক-প্রাণে জাগিয়ে আনে মধুর মিলন-গান;
ভুবন-ভরা চাঁদের হাসি, লজ্জা-সরম দেয় গো নাশি,
বঁধুর তরে কেমন সখি মনটি হয় ব্যাকুল॥

পাহাড়ী—দাদ্‌রা।

একলা এই অবেলা যমুনাতে গেলেম কেন ?
যেতে যেতে বনের পথে কালার দেখা পেলেম কেন ?
লোকে তারে বলে কালো,
রূপে তার জগত আলো,
আঁখির পানে চেয়ে ভালো লাজের মাথা খেলেম কেন ?
কত গর্ব্ব এনে প্রাণে,
গেলেম যে কত সাবধানে,
সে নিঠুর কালার চরণে মন হারায়ে এলেম কেন ?

কমিক।

পিলু—পোস্তা।

ছিল একটা কালো কুকুর,
চোখ দুটো তার কটা কটা ;
কান ঝটাপটু কর্‌তো সদাই,
তার যে ছিল নামটি 'লটা'।
ডাক্‌লে তারে লটা ব'লে,
নেজুর নেড়ে আস্‌তো চ'লে,
শুয়ে পড়্‌তো পায়ের তলে,
সাঙ্গ এই ত আমার কথা॥

কেদারা—কাওয়ালী।

কে তুমি দশভুজা,—নগেশ-ভবনে,
দাঁড়ায়ে এলোকেশে মৃগেশ-বাহনে?
রাজরাজেশ্বরী,—ষোড়শী, সুন্দরী,
সশস্ত্রে সজ্জিতা দনুজ দলনে॥
দক্ষিণে কমলা,—ত্রিলোক-পূজিতা,
ভাগ্য-স্বরূপিনী সরোজে রাজিতা;
কার্য্য-সিদ্ধিকর—দেব লম্বোদর,
অধিষ্ঠিত তব অভীষ্ট-সাধনে॥
বামে বাগীশ্বরী,—বিজ্ঞান দায়িনী,
বিনোদ বীণা-গীতে বিশ্ব-বিমোহিনী;
শিখি-পৃষ্ঠ-রুহ—শক্তিরূপী গুহ,
সঙ্গে সমাসিত প্রসন্ন-বদনে॥
মহাদেব-আদি—ত্রিদিব-দেবতা,
মহিষ-রণে করে তোমার সহায়তা;
ভীষণ রিপু-ভয়ে—ভীত-চিত হ'য়ে,
দেবেন্দ্র শরণ ল'তেছে চরণে॥

ঐ—যৎ।

এত আশা ভালবাসা ভুলেছ যে সমুদয়;
একেবারে এত ক'রে অদেখা কি হ'তে হয়?
দিনান্তে চোখেরি দেখা, তাও কি পাব না সখা,
কি দোষে হয়েছি দোষী বলনা হে নিরদয়?

ভৈরবী—একতালা।

ওগো সখি, একি রূপ হেরি!
অতি অপরূপ, কিরূপে স্বরূপ,
বর্ণিব ও রূপ মাধুরী॥
নীরদ বরণ, ত্রিভঙ্গ গঠন,
করেতে মোহন-বাঁশরী,
আঁখি দুটি বাঁকা, শিরে শিখি-পাখা,
'রাধা' নাম লেখা তদুপরি॥
চাঁচর চিকুর, চরণে নূপুর,
পীত-বাসে কটি আবরি,
অলক কপালে, বনমালা গলে,
রূপে ঝল-মলে ব্রজপুরি;—
মুরলী অধরে, বাজে বারে বারে,
"কৃপা কর মোরে কিশোরি";
ও রূপ-সাগরে, জনমের তরে,
মজিল আমার মন-তরী॥

পুরবী—দাদ্‌রা।

ছাড়াছাড়ি ক'রে রে প্রাণ খুটিনাটি তুমিই বাছো।
আমিতো ভাবি মনে আমার তুমি তেমনি আছো॥
আসা-যাওয়া নাইকো ব'লে, ভালবাসা যায় কি চ'লে,
বুঝ্‌বে আর কিছুদিন হ'লে, এখন যে নূতন পেয়েছো॥

ভীমপলশ্রী—একতালা।

শ্বেতশতদল'পরে বিহরে শ্বেতবরণী।
শ্বেতাম্বরা, শ্বেত-রত্ন-অলঙ্কারা,
পীতাম্বরধর-ঘরণী ॥
শ্বেতাঙ্গিনী শ্বেত সুধাকরে জিনি,
পদ'পরে শোভে শ্বেত-সরোজিনী,
শ্বেত-সচন্দন-পুষ্প-সুপূজিনী,
শ্বেত-বীণা-ধারিণী,—
শ্বেতগলে দোলে শ্বেত-ফুলহার,
শিরে শ্বেত-চূড়া সৌন্দর্য্যের সার,
শ্বেতাঙ্গ-কিরণে দূরি অন্ধকার,
শ্বেতাঙ্গ ধ'রেছে ধরণী ॥

মিশ্র-ইমন—কাওয়ালী।

ভুলিতে ব'লোনা সখি, ভুলিব কি তারে গো?
এঁকেছি যে তারি ছবি মরম-মাঝারে গো ॥
আসে বা না আসে কাছে, বাসে বা না বাসে ভালো,
সে প্রেম-মূরতিখানি হৃদয় ক'রেছে আলো;
ভাবিলে সে রূপরাশি, চির-সুখ-সরে ভাসি,
তারি ধ্যানে হাসি-হাসি যাব পরপারে গো ॥

কমিক।

সই সই সই সইলো মোদের কাপড়গুলো কই।
দেখেছিস্ কদম-ডালে ব'সে কে ওই ॥
ক'র্‌লে কি ওই কা'ন্টা ছোঁড়া, নাইকো বুঝি উওর যোড়া,
রঙ্গ ভেবে আগাগোঁড়া, আচ্ছা অবাক হই ॥
কখন যে কাপড় নিয়ে, ব'সেছে ডালকে গিয়ে,
মোদের পানে চেয়ে চেয়ে দেখেছে ভালই ॥
যমুনায় নাইতে এসে, সরম-ভরম গেল ভেসে
কাণ্ড শুনে লোকে হেসে কর্‌বে লো হৈ-চই ॥
ওরে ও লক্ষ্মীছেলে, কাপড়গুলি দাওনা ফেলে,
দেবো তোমায় ঘরকে গেলে ক্ষীর নবনী দই ॥
কোথা থেকে জুট্‌লো জ্বালা, মজালে সই গোপের বালা,
কতক্ষণ এই অবেলা জলে মগন রই ॥
আজকে সই যদি তরি, এমন কাজ আর কি করি,
ছোঁড়াটাকে সহচরি কি ক'রে ভুলই ॥

শঙ্করা—দাদ্‌রা।

চ'লে যাব আপন মনে, চাইব না আর কারো পানে।
মনের কথা প্রাণের ব্যথা রাখ্‌বো গোপন মনে প্রাণে ॥
পিরীতি-কুসুম-হার, গলে কভু প'র্‌বোনা আর,
হৃদয় হ'তে ভালবাসা দূর ক'রে দিব যতনে ॥
আদর-সোহাগ-ছলে, ভুল্‌বনা আর কোনোকালে;
পরের প্রাণে প্রাণ দে ঢেলে ফিরব না আর প্রমোদ-বনে ॥

গৌউর সঙ্গীত।

(ঝুমুর)

ওগো তোরা দেখ্‌বি যদি আয় গো।
মুখে, হরিবোল ব'লে, দুটি বাহু তুলে,
আমার, গৌউর নেচে যায় গো॥
আমরি কি রূপের ছটা,
সাজায়েছে শচীমাতা তায় গো,
কিবা, চাঁচর-চুলে মুক্তা-গাঁথা-চূড়াটি মাথায় গো॥
নেচে নেচে চলে যেমন,
সোনার নূপুর বাজে কেমন পায় গো;
গলে, ফুলের মালা হেলাদোলা ভুবন-মন ভোলায় গো॥
কলিতে পাপপূর্ণ ধরা,
অবতীর্ণ আমার গোরারায় গো,
সে যে, জীব তরাতে পথে পথে হরিনাম বিলায় গো॥
নাচে গৌউর অনুরাগে,
ধুলা কত উড়ে লাগে গায় গো;
আবার, সাঙ্গপাঙ্গ করি সঙ্গ কি রঙ্গে নাচায় গো॥
কি কাজে সব আছিস্‌ রত,
গৌউর নাচা দেখ্‌লি না ত হায় গো;
দ্বিজ, দেবেন্দ্র আর ডাকবে কত, তার কি এত দায় গো॥

ভৈরবী—একতালা।

খুব হয়েছে আবার কেন, বাবা যে মা সাবার হ'ল।
কি রণে মেতেছিস্ বেটি, মা তোমার এ রঙ্গ ভাল॥
জগন্মাতা নামটি ধ'রে, এ রীতি তোর কিসের তরে,
অসি ল'য়ে অকাতরে কাটিস্ কেন অসুরগুল॥
তুইরে বেটি কুলের মেয়ে, লাজের মাথা গেছিস্ খেয়ে,
নাচ্‌লি রণে ন্যাংটা হ'য়ে, এ কেমন তোর মনে এল॥
তোরে শান্ত করবো ব'লে, পড়েছেন হর চরণতলে,
দেখ্ বুঝি তোর কর্ম্মফলে সিঁথের সিঁদুর মুছে গেল॥

মিশ্র—দাদ্‌রা।

ধর ধর শ্যাম, নধর অধরে,
মধুর মুরলী।
তুলে সুধা-তান, রাধা-নাম-গান,
গাও রাধা-হৃদি-কমল-অলি॥
শুনে ও মোহন মুরলী-গান,
পুলকে ভাসিবে গোকুল-প্রাণ,
উচ্চ-পুচ্ছে নাচিবে শিখি,
ধীরে যমুনা যাবে উজান,
হাম্বা-রবে জুটিবে ধেনু,
ফুটিবে হরষে কুসুম-কলি॥

ইমন-ভূপালী—ঢিমে-তেতালা।

তোমা বিনে বৃথা এ জীবন, হে জীবনধন।
কি গুণে হে গুণময়' ভুলায়েছ প্রাণ-মন॥
পরাবো তোমারি গলে,—হাতে ল'য়ে মালাখানি,
পথ চেয়ে ব'সে আছি কতকাল নাহি জানি;
তুমি তো এলে না সখা, দিলেনা দিলেনা দেখা,
রহিল মানসে লেখা, এ যে আশা চিরন্তন॥
জানি না সে কতদিনে এ বেদনা-গীতি মম,
তোমারি করুণা-বুকে বাজিবে হে প্রিয়তম;
কবে তুমি ভালবেসে, রাজিবে হৃদয়ে এসে,
হেরিব গো অনিমেষে—সে মুরতি বিমোহন॥

সিন্ধু-মিশ্র—দাদ্‌রা।

ছি ছি ছি ভালবেসে হ'ল শেষে কি লাঞ্ছনা।
যারে শুধু ভাব্‌লেম আপন সেই ত কর্‌লে প্রবঞ্চনা॥
ভেবেছিলেম দুটি প্রাণে, মিলে যাব একটি তানে,
কপাল-গুণে জনে জনে দিচ্ছে এখন কি গঞ্জনা॥

বিজয়া।

বিভাষ—আড়াঠেকা।

কোথা রে প্রাণের উমা, ভিখারী-হর-ঘরণি!
ভুলেছ কি ভোলানাথে, পেয়ে জনক জননী॥
বঞ্চিত করি চরণে, এসেছ গিরি-ভবনে,
কতক্ষণ বাঁচে প্রাণে মণিহারা হ'য়ে ফণী॥
জাননা কি মহামায়া, ত্যজিয়া সংসার-মায়া,
সম্বল ক'রেছি শুধু তব চরণ দুখানি;—
তুচ্ছ সম্পদে শঙ্করি, বাসনা কভু না করি,
তোমার পদ ভিখারী সতত এ শূলপাণি॥

কমিক।

আমার মনের মানুষ পালিয়ে গেল, আর তো এল্ না।
কে কোথায় রাখ্‌লে ধ'রে বোঝা গেল না॥
সে যে আমার প্রাণের সাথী, খেতো কত ঝাঁটা-লাথি,
বিনয় ক'রে ব'ল্‌তো নিতি, আমায় ঠে'ল না॥
হ'য়ে যে গো তারে ছাড়া, আমার মন হয়েছে উড়োতাড়া,
আবার কি সে দেবে ধরা, তোমরা বল না॥

মিশ্র—কাওয়ালী।

প্রাণ ভরি হরি হরি বল বদনে।
পরিণাম আছে জেনো, হরি-কথা মুখে এনো,
এম্‌নি যাবে দিন ভেব না মনে॥
কবে সে আসিবে কাল, কি সকাল কি বিকাল,
মানিবে না কালাকাল স্তুতি-বচনে;
কালভয়-নিবারি, থাকিতে দয়াল হরি,
সাধ করি ধরা কেন দিবি শমনে॥
বিষয়-বিভব আর—দারা-সুত-পরিবার,
কিছু নয় আপনার ভব-ভবনে;
মুদিলে দুটি আঁখি, হ'য়ে যাবে সব ফাঁকি,
হরি শুধু র'বে সাথী তোমারি সনে॥
মানব-জনম সার,—গেলে কি পাবি আর,
ক'রোনা অবহেলা হরি-সাধনে;
মায়াময় সংসারে, জপো 'হরে মুরারে',
শান্তি—চিরতরে পাবি জীবনে॥

বারোঁয়া—দাদ্‌রা।

ভালবাসা ভালো কে বলে?
প্রেমের প্রথায় প্রায়ই ভাসায় নয়নের জলে॥
আপনার যা' সব বিলিয়ে দিয়ে, পরের ভাবনা প্রাণে নিয়ে,
সাধ ক'রে এ মরণ-ফাঁসী পরিস্‌নে গলে॥

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

নাচ্‌রে নাচ্, নাচ্‌রে নাচ্, নাচ্‌রে নাচ্‌রে নাচ্‌রে নাচ্।
তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে নাচ্‌রে গোপাল নাচ্‌রে নাচ্॥
ধেই ধেই ধেই ধেই, ধেইতা ধেইতা ধেই,
দু'হাত মিলে হেলে দুলে নাচ্‌রে গোপাল নাচ্‌রে নাচ্॥
তাই তাই তাই তাই, দেখে প্রাণ জুড়াই,
তালে তালে দিয়ে তালি নাচ্‌রে গোপাল নাচ্‌রে নাচ্॥
আয় আয় আয় আয়, লজ্জা কি রে তায়,
হাসি-মুখে বাজিয়ে বাঁশী নাচ্‌রে গোপাল নাচ্‌রে নাচ্॥
ধিন্ ধিনা ধিনা ধিন্, ঝিনিতা ঝিনিতা ঝিন্
ঝুনুর ঝুনুর নূপুর পায়ে নাচ্‌রে গোপাল নাচ্‌রে নাচ্॥
ওরে জলধর, দিব রে ক্ষীর সর,
হ'য়ে সে ত্রিভঙ্গবাঁকা নাচ্‌রে গোপাল নাচ্‌রে নাচ্॥
তা থই থই থই, কইরে কইরে কই,
ঘুরে ফিরে বাহার ক'রে নাচ্‌রে গোপাল নাচ্‌রে নাচ॥
ধুপ্পা ধুপ্পা ধুপ্, দিস্‌নেরে ধন চুপ্,
দেবেন্দ্রকে দেখিয়ে দেখিয়ে নাচ্‌রে গোপাল নাচ্‌রে নাচ্॥

হাম্বির—যৎ।

এখনো সে এলনা যে হায়, নিশি ব'য়ে যায়।
'নিশ্চিত আসিব' ব'লে কে জানে রৈল কোথায়॥
কত আশা বুকে ধরি, কত কি যে ভেবে মরি,
বুঝিবা সে কে সুন্দরী ধ'রে নেছে পথে তায়॥

পুরবী—দাদ্‌রা।

চল্‌না লো সকাল ক'রে যমুনায় জল আন্‌তে যাবো।
বনের পথে যেতে যেতে তান ছেড়ে দে গানটি গাবো॥
গা থেকে দুকুল উলায়ে, চ'লে যাব বুক ফুলায়ে,
তালে তালে বাজ্‌বে পায়ে নূপুর সাড়ায় বন জাঁকাবো॥
লজ্জা-ভয় কি রাখ্‌বো কাছে, মার্‌বো ঢিল্‌ উঠ্‌বো গাছে,
পাকা-ফল যেথায় আছে খুঁজে বেছে পাড়্‌বো খাবো॥
জানিস্‌তো সে কালাটাকে, আজ যদি পথ আগ্‌লে থাকে,
সবাই মিলে ধ'রে তাকে আক্কেল কিছু শিখিয়ে দেবো॥

আশোয়ারী—একতালা।

বাহিরে থেকে, ডেকে ডেকে ডেকে,
সে নাকি গিয়েছে ফিরে।
কত হেসে-ভেসে, এসে বুঝি শেষে,
ভেসে গেছে আঁখি-নীরে॥
এই বটে তার চরণের রেখা,
মোর প্রাণে যাহা আছে চির-লেখা,
এসে দ্রুতগতি,—যায় ভাল দেখা,
চ'লে গেছে কত ধীরে॥
রাখিনি কুঞ্জ কেন দ্বার খুলে,
কেন কেন শুয়ে প'ড়েছিনু ভুলে,
কি কাল-ঘুম সে কালি নিশাকালে
এসেছিল মোরে ঘিরে॥

কাফিসিন্ধু—খেম্‌টা।

পাগ্‌লি মেয়ে শিখ্‌লি এ কোথায় ?
কুলাঙ্গনা উলঙ্গিনী নাচ্‌লিরে হায় হায়!
নামটি মা তোর জগন্মাতা,
মায়ের কি মা এই মমতা,
মা হ'য়ে তুই ছেলের মাথা কাট্‌লি কি প্রথায়॥
সন্তানের রক্তপানে,
কি আনন্দ পা'স্‌ কে জানে,
মুণ্ডগুলো কোন্‌ পরাণে প'রেছিস্‌ গলায়॥
বাবা নাকি শান্ত ভারি,
চেপেছিস্‌ তাই বুকে তারি,
আর কেউ হ'লে ক'র্‌তো গুঁড়ি প্রহারের ঘারায়॥

কমিক।

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

আর কিছু তোরে চাইনে শ্যামা, মদের পয়সা দিস্‌ জুটিয়ে।
নৈলে, কবে কোথায় ক'র্‌বো চুরি মা, কে দেবে জেলে ঢুকিয়ে॥
আমি মা তোর খাঁটী-ছেলে, তুষ্টি নইত মিষ্টি খেলে,
এমা, সময়-মত মদটি পেলে, থাকি যে তোর পায় লুটিয়ে॥
বাপের পঞ্চাশ বিঘা নিষ্কর, টাকা-পয়সা জিনিষ বিস্তর,
এমা, মদের নেশায় হ'য়ে বিভোর দিয়েছি যে সব ঘুচিয়ে॥
তোর প্রসাদের গুণ যে কত, মূর্খ যারা বোঝেনাত,
এমা, ছ'ডোজ হ'লে উদরগত, দেয় কি ঠিক স্বর্গে উঠিয়ে॥

ইমন-বেহাগ—ঝাঁপতাল।

প্রণমি প্রমথপতি, রতিপতিবিনাশন !
বিভূতি-বিভূষিতাঙ্গ, বিভু, বিশ্ববিনোদন !
যোগারাধ্য, যোগীবর, শুভেশ, শশীশেখর,
ঈশান, পরমেশ্বর, বিষধর-বিভূষণ !
ত্র্যম্বক, ত্রিগুণধারী, ত্রিলোকেশ, ত্রিপুরারি,
ত্রিশূলী, ত্রিতাপহারী, তারিণীহৃদিরঞ্জন ;
কে জানে তব মহিমা, নিগমে না হয় সীমা,
অনাদি, অনন্ত তুমি—প্রণত-প্রতিপালন ;
এ শরণাগত জনে, দিও স্থান শ্রীচরণে,
চরমে,—হে গৌরীপতি, পরম-গতি-কারণ !

হাম্বির—ঢিমে-তেতালা।

হাতে ধ'রে ব'লে গেছে সে, যেতে বিদেশে।
"ভেবনা ভেবনা তুমি, মিলিব সত্বরে এসে ॥"
অমল অঞ্চলখানি তুলিগো কমলকরে,
সজল এ আঁখি দুটী মুছেছিল কি আদরে ;
ধরিয়া হৃদয়'পর, কতনা চুমি' অধর,
সে বিদায়ে তারো আঁখি গিছিল অশ্রুতে ভেসে ॥
পথপানে চেয়ে চেয়ে ভেসে দু'নয়ন নীরে,
কত নিশি কেটে গেল সে তো গো এলনা ফিরে ;
অভাগী অভাগ্য তরে, হারায়ে ফেলেছে তারে,
ভুলে গেছে সে আমারে অন্যে কারে ভালবেসে ॥

ভৈরবী—একতালা।

কালো ভালো ব'লে, কালোরূপে ভুলে,
কালি দিয়ে কুলে মজেছিলি রাই।
কোথা রৈল তোর সে কালো কিশোর,
মনে বুঝে ভবে দেখ গো তাই॥
যার তরে ব্রজে কলঙ্কিনী নাম,
সে তো চলে গেছে ত্যজে ব্রজধাম,
নিঠুর লম্পট সে যে বাঁকাশ্যাম,
ভালো ত নহে গো কালো কানাই॥
আগে তোরে কত ক'রেছি বারণ,
সে কালোবরণে দিওনারে মন;
সুখেরি লালসে বিলালি আপন,
চির-সুখে বুঝি পড়িল ছাই॥

মিশ্র—দাদ্‌রা।

চল্ চল্ চল্ সকল মিলে, পুকুরঘাটে জল আনিতে যাই।
কলসী কাঁকে জাঁকজমকে সুখের দুখের কথা ক'য়ে ভাই;—
শোনেনা কেউ দেখিস্ যেন, আপন-ভোলা হ'স্‌নে লো সবাই॥
বল্‌না কেন কার কেমন সে মনের মানুষটি,
মন বুঝে ঐ মনের মতন কে কেমন তোষে মনটি;
জান্‌লে কি আর কেহ কারো কেড়ে নেবে ছি!
নেয় যদি হায় ক'র্‌বে কি তায়, গলায় গেঁথে রাখ্‌বে কি সদাই?

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কে জানে মা হররমা মহিমা তোমার।
তুমি সর্ব্ব-সারাৎসারা বিশ্ব মূলাধার॥
আদ্যাশক্তি সনাতনী, তুমি বিশ্ব-প্রসবিনী,
তোমা ভিন্ন চরাচরে কি আছে গো আর॥

খাম্বাজ—একতালা।

কেন তারি আশে, আকুল পিয়াসে,
নিশি-দিন ঘুরে থাকি।
নিমিষের তরে, সোহাগের ভরে,
সে যদি না লবে ডাকি॥
গরবে যদি সে না কহিবে কথা,
না বুঝিবে যদি মরমের ব্যথা,
অকারণ তবে এ প্রেম-মমতা
হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখি॥
জেনেছি সে প্রেম-কুসুমের মালা
ধরিতে পাব না গলে,
তবু কেন চাই,—ছুটে ছুটে ধাই
শুধু দেখিবার ছলে;
হায় কোন্‌খানে, কি মোহের টানে,
কি দেখিতে ধাই উদাস-পরাণে,
বারেক সে যদি মোর আঁখি-পানে
না ফিরাবে প্রেম-আঁখি॥

কমিক।

(মাদল-বাদ্যে বৈকালিক নগর-সঙ্কীর্ত্তন।)

দেখ্‌বি যদিগো আমার গোউর নাচা,
খোস্‌গল্প ছেড়ে তোরা শীগ্‌গী আঁচা।

আয়না-চিরুণী এখন রাখ্‌না তুলে,
কাজ কি গো মোট বাক্স পোটম্যান খুলে,
জরদা-সুরতি না হয় যা' আজ ভুলে,
তোরা, আয় দ'ড়ে এই ক'রে পরিস্‌না প্যাছা।
(যদি ভাল ক'রে দেখ্‌বি) (আমার গোউর নাচা)

দিতে হবেনাকো পয়সা-টাকা,
করিস্‌না কেউ যেন মেজাজ বাঁকা,
যে আসে না আসে আয়গো এক,
তোরা, আন্‌তে ভুলিস্‌ না সে কোলের বাছা।
(নইলে শোভা হবে না) (তাইতে বারম্বার বলি)

আহা কি গোউরের নাচের বাহার,
কোথায় লাগে খেম্‌টা, বাই, থিয়েটার;
দেবেন্দ্র বলে,—এ যে না দেখ্‌বি তার,
ও তার, আপ্‌শোষে ভার হবে প্রাণে বাঁচা।
(তখন মাথা খুঁড়ে মর্‌বি)
(হায় হায় কেন দেখ্‌লাম না ব'লে)

ঝিঝিট—একতালা।

শ্মশানে কেন মা ঈশানমোহিনি,
শ্যামা কেন তোর এ রণ-সাজ।
বিবসনা-বেশে শমরে নাচিছ,
প্রাণে কি তোমার নাহিক লাজ॥
হ'য়ে এলোকেশী, অসি ল'য়ে করে,
নাশিছ হরষে আপন-কুমারে;
ছি ছি সর্ব্বনাশি, এ বিশ্ব-মাঝারে,
মা হ'য়ে কে করে এমন কাজ॥
লুকায়ে শঙ্করি ও বেশ-ভীষণা,
মাতৃ-সাজে দেখা দে মা শবাসনা;
হের গো মা তোরে করিতে সান্ত্বনা,
শ্রীপদে পতিত প্রমথরাজ॥

কেদারা—কাওয়ালী।

কতবার এসে এসে, কত কত ভালবেসে,
কত ক'রে দেখা তবে পেয়েছি তোমারি।
চাও চাও মুখ তুলে, কও কথা প্রাণ খুলে,
আমি যে তোমারি, সখা—তুমি হে আমারি॥
আর কতদিন বল তোমার বিরহ স'য়ে,
মরমে মরিয়ে র'ব প্রাণের এ বোঝা ল'য়ে;
পাব কি হৃদয়-হার, হৃদিমাঝে একবার,
এত আশা বল সখা কেমনে নিবারি॥

ভৈরবী—একতালা।

রাধা নামে সাধা বাঁশী, রাধা ব'লে বাজ্ রে বাজ।
দিস্‌নে বিরাম গাও রাধা-নাম কি সকাল কি বিকাল সাঁজ ॥
রাধা নাম সাধন তরে, অধরে ধ'রেছি তোরে,
রাধার তরে ব্রজপুরে সেজেছি এ রাখাল-সাজ ॥
মানিস্‌নে তুই কোনো বাধা, উচ্চৈঃস্বরে বল্‌রে রাধা,
রাধা আমার প্রাণের আধা, হৃদয়ে করে বিরাজ ॥
রাধা বড় ভালবাসি, সদাই রাধা-নাম প্রয়াসী,
রাধা নাম শুনারে বাঁশী, পাসরি ভয় ভাবনা লাজ ॥
সপ্ত স্বর ষড় রাগে, গাওরে মনের অনুরাগে,
শুন্‌তে কত মিষ্ট লাগে রাধা-নাম-রাগিণীর ভাঁজ ॥
আমি রে ভক্তের ভগবান, ভক্তে সুধা করাতে পান,
বাঁশীর তানে রাধা-নাম-গান ব্রজে আমার প্রধান কাজ ॥
ভবারাধ্যা রাধাসতী, রাধা নামে যায় দুর্গতি,
রাধা জীবের পরাগতি, সুসার-কথা শোন্‌রে আজ ॥

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালী।

ডেকনা ডেকনা পাখী, চমকি দিও না প্রাণ।
বোঝনি এখনো নিশি হয়নিকো অবসান ॥
এখনো পূরব-দিশি, আঁধারে র'য়েছে মিশি,
হের ঐ তারকা শশী সমভাবে দীপ্তিমান ॥
উষা প্রকাশিতা হ'লে, হৃদি-সখা যাবে চ'লে,
কি ব্যথা পাব তা হ'লে, জানিবি কি সে সন্ধান ॥

মিশ্র-খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আন্ জবা তুলে, সচন্দন-ফুলে, দে রে প্রাণ খুলে মায়ের চরণে।
এ যোগ হবে না, সুযোগ রবে না, দুর্য্যোগ দশমী-দিবা আগমনে ॥
ল'য়ে বিল্বদল. ফুল্ল শতদল,
সাজা রে মায়ের শ্রীপদ যুগল,
দুর্ব্বলের বল ও পদ কেবল, কররে সম্বল জীবনে মরণে ॥
আশ্বিনে সপ্তমী শুভ উষাকালে,
আনন্দময়ী মা এল মহীতলে,
নিরানন্দ আজি দূরে গেল চ'লে, বহে পূর্ণানন্দ ভারত-ভবনে ॥
হের দশভুজা অম্বিকা-মুরতি,
মহিষ-মর্দ্দিনী মহাশক্তিমতী,
গুহ গণপতি, লক্ষ্মী সরস্বতী, মধ্যে শোভে সতী কেশরী-বাহনে ॥
মাতৃ-আরাধনা হেরিতে ভূতলে,
মা'র সঙ্গে শোভে দেবতা সকলে ;
উচ্চকণ্ঠে সবে ডাকরে "মা" ব'লে, বিশ্ব যাবে ট'লে সে ধ্বনি শ্রবণে ॥
এস পাপী তাপী অনাথ অগতি,
পুত্রহারা মাতা, পতিহীনা সতি,
দগ্ধ-প্রাণে শান্তি পাবি শীঘ্রগতি, ব্রহ্মাণ্ড-প্রসূতী নিরখি নয়নে ॥
শমন-বিপদ হবি নিরাপদ,
শুদ্ধচিত্তে সবে ভজ মাতৃপদ,
পাবি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষপদ, দেবেন্দ্র-সম্পদ ও পদ সাধনে ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

তুমি মম প্রাণ-সখা!
আঁখি-মন-বিভোর—পরমসুন্দর,
স্নিগ্ধ-সুনির্ম্মল প্রেমমাখা॥
'দীন-বন্ধু' তুমি বিখ্যাত চরাচরে,
স্মরণে তোমার নাম সকল বিপদ্ হরে,
ফুল্ল নয়নে নিত, করুণা উছলিত,
'পতিতোদ্ধারণ' চরণে লেখা॥
পাতক জীবনে মোর শুভাশুভ সমুদয়,
সঁপেছি অভয়-করে হে চিরমঙ্গলময়;
'তুমিই যা কর' ব'লে, প'ড়ে আছি পদতলে,
মুছেছি প্রাণের যত ভাবনা-রেখা॥

কমিক।

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

সন্দেশ খেতে পারি যে আমি, দেয় বা কে—পাইবা কোথায়।
অমানুষ ঐ ময়রাগুলো—কিন্‌তে গেলেই পয়সাটি চায়॥
মণ্ডা মিঠাই ছানাবড়া, রসগোল্লা রসে ভরা,
ব'লে মিছে মন খারাপ করা,
পেলে যেত বুঝ্‌তে পারা, দিয়ে পরোখ দেখনা সবায়॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল চল নিজ-নিকেতন।
সংসার-কাননে আসি হয়েছ কি অচেতন॥
যেতে হবে বহুদূরে, অকুল-জলধি-পারে,
কেমনে তরিবে তুমি ক'রেছ কি নির্দ্ধারণ॥
আগত তামসী নিশি, অন্ধকার দশদিশি,
সম্মুখে শমন বসি হরিতে জীবন-ধন;
এখনো মোহ নিবারি, লহ রে শরণ তাঁরি,
ভব-কর্ণধার হরি—কালভয়-বিনাশন॥

মিশ্র-খাম্বাজ—একতালা।

আজি, প্রীতি-ফুলহারে, সাজাব তোমারে,
মনের মতন করিয়া।
আজি, পেয়েছি যখন, হৃদয়-রতন,
হৃদয়ে রাখিব ধরিয়া॥
আজি, বহুদিন পরে এসেছ কুটীরে,
যেও না চলিয়া ত্যজি অধিনীরে,
পেয়ে নিধি যদি হারা হই ফিরে,
মরমেতে যাব মরিয়া॥
আজি, নয়নে নয়নে, বয়ানে বয়ানে,
রহিব দু'জনে মিশি প্রাণে প্রাণে,
হৃদি-মন-প্রাণ,—মিলনের গানে,
প্রমোদে উঠিবে ভরিয়া॥

কাফিসিন্ধু—মধ্যমান।

কে এল রে কামিনী, যামিনী-বরণী, ভামিনী,
এলোকেশী, করে অসি, ষোড়শী, হংসীগামিনী॥
মুখে অট্টঅট্ট-হাসি,
আসিছে ত্রিলোকবাসী,
নাচে বামা রণ-রঙ্গে ভাসি,
চরণ-নখর-জ্যোতি—প্রদীপ্ত কোটি-দামিনী॥

ইমন-কল্যাণ—কাওয়ালী।

চেও না তার পানে, সে কি গুণ জানে,
আঁখির সন্ধানে অবলা মজায়।
বিকাল বেলাতে, যেতে যমুনাতে,
কদম্বতলাতে সে এসে দাঁড়ায়॥
নীরদ-সুন্দর নধর তনুখানি,
বঙ্কিম-নয়নে আকুল-চাহনি,
অধরে মৃদু-হাসি, করে সুধারাশি,
রাধা ব'লে বাঁশী সে নাকি বাজায়॥
যে দেখেছে তারে, সেই ক'রেছে ভুল,
মানেনি কোনো বাধা নাশিতে জাতি-কুল;
তাই রে করি মানা, ও-পথে যেওনা,
যেচে সে দিও না ফাঁসীটি গলায়॥

কমিক।

আমরা কলির মেয়ে, দিদি! আমরা কলির মেয়ে।
ঐ, সাত পাকের সে মানিকগুলির আমরা পারের নেয়ে,
কিন্তু ঘুরাই কেবলি ঘূর্ণিপাকে আমরা কলির মেয়ে॥
আমরা উড়িয়ে রূপের ধ্বজা, মোদের যৌবনটা কি মজা,
আমরা ধরা কেন সরা ভাবি বুঝ্‌তে হবে সোজা,
কত সুসম্ভ্রান্ত 'পরম শান্ত' মোদের বাখান খেয়ে,
নৈলে শাস্ত্র-বাক্য মিথ্যা হবে আমরা কলির মেয়ে॥
আমরা কর্ম্মে বেজায় বিগুণ, আমরা ভোজনে বেশ দ্বিগুণ,
আমরা গুণের সাগর নাগরগুলোয় ক'রেছি যে কি গুণ,—
তা'রা যেনখানে যা' আনে, এই ব্রহ্মাণ্ডটা ধেয়ে,
মোদের শ্রীপাদ্‌পদ্মে অর্পণ করে আমরা কলির মেয়ে॥
আমরা সংসারে সার জানি, এই সোনার অঙ্গখানি,
মোদের লজ্জা-সরম ধরম-করম কেবল লোক-দেখানি,
মোদের পতি-ভক্তি যা' কিছু সে গয়না-কাপড় পেয়ে,
আরে নইলে সেটা 'মাইরী' ব'ল্‌ছি আমরা কলির মেয়ে॥
আমরা স্বার্থটি বেশ বুঝি, প্রাণে হিংসাটি খুব পুঁজি,
মোদের দেহের মধ্যে দয়া-মায়ার লেশ পাবে না খুজি,
আমরা বাঁচুক্ মরুক্ হাজুক্ পুড়ুক্ দেখি না সে চেয়ে,
শুধু আপন-সুখে মত্ত থাকি আমরা কলির মেয়ে॥
আমরা হুজুক্ একটু পেলে, ছুটি পেটের ছেলে ঠেলে,
আমরা পরের নিন্দা চর্চ্চা করি সকল কাজটি ফেলে,
আমরা স্বামীর ঘরকে পৃথক আগে করি ভেয়ে ভেয়ে,
মোদের এটায় একটা সু-নাম ভারি আমরা কলির মেয়ে।

আমরা কত কায়দা ধরি, আমরা ফুলের ঘায়ে মরি,
আমরা এতটুকু ছুতুস্ নিয়ে এত-খানা করি,
মোদের স্বরূপ-তত্ত্ব কে যথার্থ ব'ল্‌তে পারে গেয়ে,
এখন আমরা ভবে 'সর্ব্বেসর্ব্বা' আমরা কলির মেয়ে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

মৃদুল-অনিলে যেতে, বিজন-বেলায় যেতে,
প্রাণের সে গানখানি গেয়ে গেয়ে যাই।
ধীরি ধীরি পথ চলি, পাছে কেহ শোনে বলি,
ক্ষণে ক্ষণে চারিপানে চেয়ে চেয়ে যাই ॥
চ'লে গেছে চির-আশা হতাশ-নিশ্বাস ছেড়ে,
আছে শুধু অভিমান বিষাদ-প্রাণটি বেড়ে,
তাই এ করুণতানে, সুললিত প্রেম-গানে—
উচ্ছলিত হৃদি-খানি বেয়ে বেয়ে যাই ॥
কি যেন গানের মাঝে আপনা হারায়ে হায়,
বুঝিতে পারিনে কে যে অদূরে আছে কোথায়,
তাই নিতি নিতি কত, সরম-মরম-হত—
বিদ্রূপ-জড়িত গালি খেয়ে খেয়ে যাই ॥

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা।

ভুলেছ কি ভালবাসা একেবারে আসা-যাওয়া?
মনে কি পড়ে না বঁধু মুখের পানটি কেড়ে খাওয়া ॥
আর কি সখা সেদিন আছে, সুধা এখন বিষ হয়েছে,
প্রাণে বড় তারিফ দেছে নূতন ফুলের নূতন হাওয়া ॥

খাম্বাজ—যৎ।

যেওনা যামিনী আজি গিরিপুর পরিহরি,
তব তিরোহিত-সঙ্গে হারাব প্রাণ-কুমারী ॥
দশমী-প্রভাত-কালে, কে রোধিবে মহাকালে,
উমা ল'য়ে যাবে চ'লে হৃদি মম ছিন্ন করি ॥
নগেশ-নিলয়ে সতি, কররে চির-বসতি,
রাখ মম এ মিনতি, কাতরে চরণে ধরি ॥

পিলু-মিশ্র—দাদ্‌রা।

নাচিয়ে নাচিয়ে বেণু বাজাইয়ে
আয়রে ভাই কানাই।
দেখ্‌রে গগনে হ'ল কত বেলা,
গোঠের খেলা তোর মনেতে কি নাই ॥
তালে তালে তালে পা'দুখানি ফেলি,
অধরে ধরিয়ে মধুর মুরলী,
তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে
নেচে আয়রে বনমালী;
আমরা সকলে, তোর সনে মিলে,
নেচে নেচে গোঠে ধেনু ল'য়ে যাই ॥

খট-মিশ্র—ঝাঁপতাল।

ধন্যা তুমি অন্নপূর্ণা! বিতরি মা অন্নরাশি,
পরম পুলকে নিত্য পালিছ ত্রিলোকবাসী॥
নানা-উপহারে অন্ন পূর্ণ করি স্বর্ণথালে,
অকাতরে ক্ষুধাতুরে দিতেছ মা যথাকালে;
পেয়ে তব সুধা-অন্ন, উদর করিছে পূর্ণ,
হতেছে সকলে ধন্য ক্ষুধার জ্বালা বিনাশি'॥
পরমা-প্রকৃতি তুমি,—পুণ্যতীর্থ কাশীধামে,
সদানন্দে বিরাজিতা মাতা 'অন্নপূর্ণা' নামে;
ভিখারী ত্রিশূলপাণি, বাড়ায়ে যুগলপাণি,
অন্ন মাগে শিবরাণি তোমার নিকটে আসি॥
সুরাসুর-মানবাদি যত জীব চরাচরে,
"অন্নদে অন্ন দে" ব'লে ডাকে গো মা উচ্চস্বরে;
তুমি গো রাজ-রাজেশ্বরী, বিশ্বমাতা, বিশ্বেশ্বরী,
বিরিঞ্চি বাসব হরি তোমার অন্ন প্রয়াসী॥
তব অন্নে নাশিতেছি মা' চির জঠর-হুতাশনে,
বাসনা মহেশরমা বারেক তোমা দরশনে,
দেবেন্দ্রের হৃৎপদ্মাসনে, আয় মা শিবে শিব-সনে,
'যুগল-পদ'-পরশনে শ্মশান-কায়া হবে কাশি॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

করাল-বদনা কালী, কাল-বক্ষ-বিলাসিনী !
বিবসনা, ত্রিনয়না, শ্যামা, নৃমুণ্ডমালিনী !
মুক্তকেশী, অসি-করা, অট্ট-হাসা, ভয়ঙ্করা,
রুধিরাক্ত-কলেবরা, বরাভয়-প্রদায়িনী।

মিশ্র-কানাড়া—একতালা।

যদি নিমিষের তরে, হৃদয়ের পরে,
ধরিতে তোমারে পাই না।
তরে, শুধু দেখা দিতে, কে বলে আসিতে,
আমি তো সাধিতে যাই না॥
ভুলেও যদিগো প্রেম-অনুরাগে,
মিলনের গীতি প্রাণে নাহি জাগে,
কি তোষিতে এস রচিত-সোহাগে,
আমি তো যাচিতে ধাই না॥
চলে গেছে দিন, পড়ে গেছে ক্ষীণ,
জীবনের যত আশা গো,
নিভানো অনল, জ্বেলে এ কেবল,
কি জানাও ভালবাসা গো;
যাও যাও সখা,—সেখানে দু'জনে,
সুখে থেকো চির প্রেম-আলাপনে;
মিলে গেছি ভালো আঁখিজল-সনে,
তোমারে ত আমি চাই না॥

মিশ্র-হাম্বির—কাওয়ালী।

ও কে গো বাঁশরী বাজায়, ঐ শুনা যায়।
শুধায়ে আসি আয়, কি তারি অভিপ্রায়,
যৌবন কুল-মান মন কি প্রাণ চায়॥
যমুনা-কল্‌তানে, মলয়-সমীরণে,
মিলায়ে স্বর-মালা লহরী তুলে কানে;
কি সুরে ধরে তান, শ্রবণে কেন প্রাণ,
পাসরি প্রাণ-পতি তাহারি পাশে ধায়॥

কমিক।

সাহানা—দাদ্‌রা।

আমি শুধু আছি প্রিয়ে সাধ্‌তে তোমার মান।
আর, খেতে তোমার বাঁকা-মুখের চ্যাক্‌চেঁকে বাখান॥
চাঁদ-বদনটি ভারি ক'রে, থাক যবে দেখি ওরে,
সুধাই কারে মোর শরীরে রয় কি তখন প্রাণ॥
'এ চাই ও চাই তা চাই' বুলি, দাও যখন মোর কর্ণে তুলি,
ডাকি তখন মর্ম্ম খুলি কোথায় ভগবান॥
হাজির হ'তে টাইম মাফিক্, হ'লে একটু এদিক্ ওদিক্
বা'র দুয়ারে খাড়া র' ঠিক সে রাত্রির বিধান॥
তুমি আমার মূর্ত্তিমতী—ইহ-পরকালের গতি;
তোমার আমি এ সম্প্রতি যে-আজ্ঞের প্রধান॥
আড়-নয়নে চেয়ে সবে—মৃদু-হাসি হাস্‌বে কবে,
তাই হেরেই কি আমি ভবে মহাভাগ্যবান॥

ব্রজ-বিহার।

(মাদল-বাদ্যে নাম-সঙ্কীর্ত্তন)

প্রাণের কালাচাঁদে ঘিরি ঘিরি,
নেচে নেচে চল্ সই বনে ফিরি।

তালে তালে ফেলি পা-দুখানি,
নাচ্‌বার ভঙ্গি কত আমরা জানি ;
হ'স্‌নে হেথা কেহ অভিমানী,
এতে, লজ্জা কি শ্যাম যে সখি আমাদিরি।
(আমরা শ্যাম-চরণে বিকিয়েছি) (সরল সখ্যভাবে বিহরিতে)

বাঁশীর সুরে কালশশী গাইবে রাধা-নাম,
সেই সুরে সুরে আমরা গাইব অবিরাম ;
উচ্চ-সুরে বল্‌বো মুখে 'জয় রাধাশ্যাম',
কিবা, কানন-জুড়ে সে তরঙ্গ তুল্‌বে মাধুরী।
(প্রাণে আনন্দ কি ধ'র্‌বে ?) (যে জন দেখ্‌বে কি শুন্‌বে)

ঘামের বিন্দু দেখা দিলে শ্যামের বদনে,
অঞ্চলে মুছিয়ে দেবো কত যতনে ;
আড়-নয়নে চাইতে হবে শ্যামের পানে,
আমরা, পিয়াস মিটাব শ্যামের বদন হেরি।
(নয়ন ফির্‌তে কি আর চায় গো ?) (শ্যামের বদনখানি দেখ্‌লে)

দু'পাশে বনের ফুল তুলে নিয়ে,
শ্যামের অঙ্গে দিব ছড়াইয়ে ;
কেউ বা শ্যামের গলে মালাটি দিয়ে,
অয়ি, বামে দাঁড়াবি হেলে বাঁশিটি ধরি।
(যেন চিহ্ন ক'রে দিস্ না) (শ্যামের কোমল গণ্ড চুম্বিতে)

নূপুর-ঝলমল পায়েরি ঘায়,
বনভূমি থলথল হবে ধূলায় ;
দেবেন্দ্র বলে,—"ওগো ধরি তোদের পায়,
আমায়, সঙ্গে নে গো তোরা ব্রজ-কুমারি।
(আমি ডিগ্‌বাজী খেল্‌বো) (তোদের পদ-রজে লুটিয়ে প'ড়ে)"

খাম্বাজ—একতালা।

আমি একলা এসেছি একা চ'লে যাব, কারো সঙ্গে নাই সঙ্গ।
শুধু আছি এই ভব-নাটকাভিনয় কতক্ষণে হয় ভঙ্গ ॥
আমি হাস্‌বো খেল্‌বো আপন মনে গাইব কত গান,
আবার,'তোম্ তানা না না,নোম্ তানা না না'ছেড়ে দেবো জুটো তান ;
তুমি, যদি না দেখ না শোনো, আমার, ক্ষতি নাই তায় কোনো,
তুমি, বিদ্রূপ কর গা'ল দাও মারো ছাড়্‌বো না তবু রঙ্গ ॥
আমি ভুল্‌ব না কারো ছলনায়, আমি নেব না কারো কিছু,
শুধু যাব একধার পথিক সবার আগে গো কিম্বা পিছু ;
আমি, বুঝেছি এ তরো মন্দ নয়, এই, সংসার বড় রঙ্গময়,
আমি, জেনেছি ভালো যাবার সময় সঙ্গে সে নবভঙ্গ ॥

বিজয়া।

বিভাষ—আড়াঠেকা।

কোন্ প্রাণে উমা আজি ত্যজিব মা তোমা ধনে।
হৃদয় বিদরে তোরে পাঠাতে হর-ভবনে॥
রাজার নন্দিনী হ'য়ে, কেমনে বল অভয়ে,
অন্নাভাবে শিবালয়ে রবে তুমি অনশনে॥
কি কব সে গিরিবরে, ভিখারী শঙ্কর-বরে,
সঁপিল উমা তোমারে, কিছু না বিচারি মনে;
বলিতে লোক-সমাজে, সতত মরি গো লাজে,
জামাতা উলঙ্গ-সাজে বিহরে পিশাচী-সনে॥

মিশ্র ইমন—একতালা।

ভুলে কি গিয়েছ সে দিনের কথা, তুলে কি নিয়েছ প্রাণ;
দূরে থেকে তাই দেখা দিতে শুধু কর এত অভিমান॥
কহিতে আসিনি প্রেমের কথা,
জানাতে আসিনি প্রাণের ব্যথা;
আসি শুধু সেই হাসি-মুখখানি হেরিয়া গাঁথিতে গান॥
কত ক'রে হায় কেন যে জানিনে,
ওই মুখখানি ভুলিতে পারিনে;
তাই নিতি আসি আশার ছলনে বুকে নিতে বিষ-বান॥

কমিক।

(পাঁঠার বর্ণনা)

কাটো পাঁঠা, রাঁধো পাঁঠা, খাও পাঁঠার মাস রে।
সাধ্যপক্ষে পাঁঠার মাসটা চালাও বারমাস রে॥
হলুদ লঙ্কা পেঁয়াজ-বাঁটা তেজপাতাদি দিয়ে রে।
রন্ধনান্তে ছুঁকে ফেলো গরমমসলা-ঘিয়ে রে॥
লুচি কিম্বা অন্নের পাশে গরম-গরম থাঁটী রে।
ঝোলে মাসে সাজিয়ে নাও বড় একটী বাটী রে॥
উদর পরিপূর্ণ করি গলায়-গলায় খাও রে।
চিবাতে না পার যদি গিলে গিলে দাও রে॥
ভোজনান্তে বাঁ-হাত পেটে বুলাও বারম্বার রে।
হেউ হেউ শব্দে বাহির কর সুগন্ধ ঢেকার রে॥
নাড়ী-ভাঙ্গা বড় মজা মুড়ির সঙ্গে খেতে রে।
ঝাল-চচ্চরি মদের চাটে, প্রাণ যে উঠে মেতে রে॥
এমন তৃপ্তিকর সুখাদ্য সংসারে কি আছে রে।
মনুষ্য ত দূরের কথা, দেবতাগণ যাচে রে॥
সত্য অতি সত্য-কথা বলি সবার আগে রে।
সুস্বাদে স্বর্গেরি সুধা এর কাছে কি লাগে রে॥
এ হেন অপূর্ব্ব-খাদ্য যে-জন না খেল রে।
দেবেন বলে, সে-জন ভবে বৃথা এল গেল রে॥

খাম্বাজ—যৎ।

যে দিনে দীনতারিণি 'মা' ব'লে চিনেছি তোরে,
সেই দিনে মা ভবরমা কুল পেয়েছি ভব-ঘোরে॥
বিশ্ব-মাঝে কারে ডরি, মা যে আমার বিশ্বেশ্বরী,
শমন-রাজার ভাঙ্‌বো জারি শ্যামা গো তোর নামের জোরে॥
পার হ'তে সে ভববারি, মিছে কেন ভেবে মরি,
দয়াময়ি দয়া করি চরণ-তরী দিবি মোরে॥

জংলা—দাদ্‌রা।

ওগো, সাধ ক'রে কি পাগল হ'য়েছি।
পরের মন হ'র্ত্তে গিয়ে,
আপন মন হারায়েছি॥
আমি দেশ-বিদেশে তারি আশে
খুজি কত ঠাঁই,
আমার মন নিয়ে যে পালিয়ে গেছে
তার দেখা না পাই;
এখন আপন-হারা, স্বপন-পারা
ভাবছি ব'সে তাই,
ওগো, করম-দোষে বিষের আগুন
মরমেতে জ্বেলেছি॥

আশোয়ারী—একতালা।

আসিল না কালা, বাসি হ'ল মালা, নিশি যে পোহায়ে গেল।
নীলিম গগনে, চাঁদিমার হাসি, মলিন হইয়ে এ'ল॥
উষার আলোকে পুলকে চাহিয়া,
শাখে শাখে পাখী উঠিল গাহিয়া;
কাজ নাহি আর এখানে থাকিয়া, এই বেলা ফিরে চল॥
কেন এ কুঞ্জে যমুনার তীরে,
সারাটি যামিনী জাগিনু সখিরে,
হেসে এসে শেষে ভেসে আঁখি-নীরে, ঘরে ফিরে যেতে হ'ল
মিছে সব সখি, মিছে সুখ-আশা,
কাঁদিবার তরে এ যে ভালবাসা,
জীবন নাশিতে শুধু এ পিপাসা, জেনেছি বুঝেছি ভাল॥

বিভাষ-মিশ্র—একতালা।

বাছিয়া বাছিয়া কুসুম তুলিয়া,
মালাটি গাঁথিয়া এনেছি।
তোমারি গলে পরাব ব'লে,
মনে কত সাধ ক'রেছি॥
তুমি যে হে বঁধু জীবনের সার,
তোমারে তুষিতে কি আছে আমার;
ধর এই মম প্রেম-উপহার,
যা' কিছু জুটাতে পেরেছি॥

কমিক।

(রাধা-কৃষ্ণ-সংবাদ)

কৃষ্ণ বলে—রাধে তুমি ক'রেছ কি মান ?
রাধা বলে—কথা শুনে জুড়িয়ে উঠ্‌ল প্রাণ॥
(কথার বাহার কিবা)
কৃষ্ণ বলে—রাধে তুমি চ'টেছ যে ভারি।
রাধা বলে—পুরস্কার আজ বেত্রাঘাত দু'চারি॥
(না না চ'ট্‌বো কেন ?)
কৃষ্ণ বলে—রাধে তুমি হেসে কথা কও।
রাধা বলে—না হয় দুটো রসের গান শুনাও॥
(হাসি আসে কিসে)
কৃষ্ণ বলে—জানিনে রাই তোমা বিনে আর।
রাধা বলে—ঘেটের কোলে মোটে ষোল হাজার॥
(এ কি ধ'রবার মতন)
কৃষ্ণ বলে—রাধে আমায় ব'লো না গো অত।
রাধা বলে—তোমায় বলা কেবল মুখ নষ্ট ত॥
(সে কি জানি না আমি)
কৃষ্ণ বলে—রাধে আমি ঐ চরণের দাস।
রাধা বলে—ও কথা ত আছেই বারমাস॥
(আজ ত নূতন নয় হে)
কৃষ্ণ বলে—শোনো রাধে একটা কথা বলি।
রাধা বলে—তোমার কথা শুন্‌বে আজ কোন্ শালী॥
(ভাগো এখান থেকে)

কৃষ্ণ বলে—তোমার পায়ে মাথা খুঁড়্‌বো প্যারি।
রাধা বলে—পা'তো এত সস্তা নয় আমারি॥
(সোহাগ রাখো এখন)
কৃষ্ণ বলে—ঐ চরণে সদাই আমি বাঁধা।
রাধা বলে—সময় সময় চোখে লাগে ধাঁধা॥
(তাইতে দেখ্‌তে পাইনে)
কৃষ্ণ বলে—রাধে আমি ধ'র্‌লেম তোমার পায়।
রাধা বলে—ছাড়ো ছাড়ো মাইরী একি দায়॥
(রোজ ভাল লাগে না)
কৃষ্ণ বলে—কোনোমতে ছাড়্‌বো না ও চরণ।
রাধা বলে—এ যে দেখ্‌ছি অরাজকের ধরণ॥
(কি মনে ক'রেছ?)
কৃষ্ণ বলে—রাধে আমি এমন আর ক'র্‌বো না।
রাধা বলে—ও কথাতে আজি আর ভুল্‌বো না॥
(ওহে ও বাঁকাচাঁদ)
কৃষ্ণ বলে—রাধে আমি নিলাম নাক-কান-মলা।
রাধা বলে—আচ্ছা এটা মনে থাকে কালা॥
(যাক্,—মাফ্ দিলেম আজ)
এতক্ষণে দলাদলি মিট্‌লো কৃষ্ণ-রাধার।
এক্ষণেতে দু'জনেতে সুখে করুন বিহার॥
(মোদের চ'লে চল)
"জয় রাধাকৃষ্ণ"
মুখে বল।

ট—একতালা।

কমল-আসনে, কমল-ভূষণে,
'যুগল'-কমল রাজে।
কমলিনী-কোলে, যেন অলি দোলে,
বিমল-সরসী-মাঝে॥
নীল-কমল 'কমলাঁখি'-পাশে,
'রাধা'-কমলিনী মৃদু মৃদু হাসে ;
হেরি সুকোমল চরণ-কমল,
কমল মরমে লাজে॥
কমল-যুগলে নয়নে নেহারি,
কোমল-কণ্ঠে বল হরিহরি ;
হৃদয়-কমলে ধরি ও মাধুরী,
সাজাও কমল-সাজে॥

সাহানা—খেম্‌টা।

মন রে মিছে ভবে এলি, গাইলিনিকো গান।
ও তুই, মর্ত্ত্য-লোকে স্বর্গসুধা কর্‌লিনিকো পান॥
মরম-কথা প্রাণের টানে, কইলিনিকো মধুর-তানে,
রইলি কিসের অভিমানে জানিনে সন্ধান॥
কতই কি যে শিখ্‌বি ব'লে হলি অগ্রসর,
দেখ্‌লি কত, শিখ্‌লি কত—বেজায় নূতনতর ;
তাদের সনে সুরের খেলা, বুঝ্‌লিনি কি প্রমোদ-মেলা,
ভ্রান্তি-বশে কর্‌লি হেলা সুশান্তি-বিধান॥

বিভাষ-মিশ্র—কাওয়ালী।

পরিণাম স্মরি, অনুরাগ ধরি, বদন ভরি
বল 'হরিবোল'।
শোক-তাপ ভুলে, হৃদি প্রাণ খুলে, দুটি বাহু তুলে
বল 'হরিবোল'॥
নিত্য নামধন, কর রে সাধন, হ'য়ে শুদ্ধ-মন
বল 'হরিবোল';
নব রাগ-রঙ্গে, নব নব ছন্দে, পরম আনন্দে
বল 'হরিবোল'॥
অলস দূর করি, দিবস শর্ব্বরী, আপনা বিস্মরি
বল 'হরিবোল';
ভজনে পূজনে, ভোজনে গমনে, শয়নে স্বপনে
বল 'হরিবোল'॥
আলোকে আঁধারে, প্রাসাদে পাথারে, একাগ্র অন্তরে
বল 'হরিবোল';
জলে স্থলে রণে, পর্ব্বতে কাননে, নিখিল ভুবনে
বল 'হরিবোল'॥
বিপদে সম্পদে, রোগে নিরাপদে, প্রতি পদে পদে
বল 'হরিবোল';
সুখে দুঃখে ত্রাসে, সুদৃঢ় বিশ্বাসে, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
বল 'হরিবোল'॥
কালভয়-হরণে, ভবাব্ধি-তরণে, জীবনে মরণে
বল 'হরিবোল';
কি আর কর বল, চরম-সম্বল, দেবেন্দ্র কেবল
বল 'হরিবোল'॥

মিশ্র-ভৈরবী—একতালা।

গান গাওয়া মোর হ'ল সমাপন,
আসি তবে আজি আসি গো।
যা'ই জানি আমি তাই ত গেয়েছি,
অসীম উদ্যমে ভাসি গো॥
শোনো বা না শোনো, চাও বা না চাও,
অভিশাপ যদি দিতে হয় দাও;
যতটুকু পারি, গাহিব তোমারি
অফুরণ গুণরাশি গো॥
জানি না যে সুর-তালের মর্ম্ম,
তব ভাব গাঁথা মোর কি কর্ম্ম,
প্রভব ভাবিয়া আত্মহারা শুধু
কত মতে কাঁদি হাসি গো॥
প্রণমি তোমার শ্রীচরণে আমি,
ক'রেছি তোমায় জীবনের স্বামী,
তোমারেই ভালবেসেছি ও যেন
তোমারেই ভালবাসি গো॥



শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	গান	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	কালো মেঘ নেমেছে	২	যমুনার	যমুনার
১৪	যেচে প্রাণ দিস্‌নে তারে	৪	যে তোরে	সে তোরে
২৬	সুর্য্যি মামা ডুবু ডুবু	১	সুর্য্যি	সুর্য্যি
৫০	এস হৃষিকেশ মানস	৬	তনয়ে	সন্তানে
৬২	নিমেষের দেখা	৪	প্রণে	প্রাণে
৭২	দু'চার ডাকে	১	সারা	সাড়া
৭৯	কার তরে আর	৩	মথরাতে	মথুরাতে
৮৬	যেওনা যেওনা	১	যেওযা	যেওনা
১০৭	দেখ্‌বি যদিগো আমার	১০	এক	একা
১২৫	মৃদুল অনিলে	১০	অদূয়ে	অদূরে
১৩২	ভুলে কি গিয়েছ	৮	বিষ-বান	বিষ-বাণ

এই পুস্তক সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে, নিজ নাম-ঠিকানা সহ, নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি পত্রাদি প্রেরণ করিলে, সাদরে প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়।

"বটগ্রাম দেবেন্দ্র-গীতিমালা কুটীর"
পোঃ ভেদিয়া—জেলা বর্দ্ধমান।